POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন।'

(আল-বাকারা: ১৫৪)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

সংখ্যা 14-15

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 5-12 ই এপ্রিল, 2018 17-24 রজব 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

নামাযে খোদা তা'লা এই দোয়া শিখাইয়াছেন (এবং ফরয করিয়া দিয়াছেন যে, ইহা ছাড়া নামায হইতে পারে না) যে, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, আমরা مُنْعَمْ عَلَيْهِ (পুরস্কার প্রাপ্ত) হওয়ার পর مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ (গযব প্রাপ্ত) হইয়া যাই। অতএব সর্বদা খোদা তা'লার উপর নির্ভরশীলহীনতাকে ভয় করিতে থাকা উচিত।

বাণীঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)

১২৬নং নিদর্শনঃ লুধিয়ানার মীর আব্বাস আলী নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আমার বয়াতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর পর্যন্ত তিনি তাহার নিষ্ঠায় এতখানি উন্নতি করিলেন যে, তাহার তখনকার অবস্থা অনুযায়ী একবার ইলহাম হইল- اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ (অর্থ:- সেই বৃক্ষের মূল সুপ্রতিষ্ঠিত এবং উহার শাখাগুলি আকাশে সুবিস্তৃত-অনুবাদক)। এই ইলহামের কেবলমাত্র এই অর্থ ছিল যে, ঐ যুগে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। ঐ যুগে তিনি এতখানি নিষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন যে, আমার সম্পর্কে আলোচনা ব্যতীত তাহার অন্য কোন কাজ ছিল না। আমার প্রত্যেক চিঠিকে তবারক মনে করিয়া তিনি নিজ হাতে উহার নকল করিতেন। তিনি লোকদিগকে বুঝাইতেন ও সৎ পরামর্শ দিতেন। যদি দস্তরখানে রুটির একটি শুকনো টুকরাও পড়িয়া থাকিত তবে তবরাক মনে করিয়া তিনি উহা খাইয়া ফেলিতেন। লুধিয়ানা হইতে সকলের পূর্বে তিনিই কাদিয়ানে আসিয়াছিলেন। একবার খোদা তা'লার তরফ হইতে আমাকে দেখানো হইল যে, আব্বাসী আলি হোঁচট খাইবে এবং বিভ্রান্ত হইয়া যাইবে। তিনি ঐ চিঠিও আমার মালফুযাতে লিপিবদ্ধ করিয়া নেন। ইহার পর তাহার সহিত যখন আমার সাক্ষাত হইল তখন তিনি আমাকে বলেন, আমার সম্পর্কে যে কাশফ (দিব্য-দর্শন) হইয়াছে উহাতে আমি খুবই অবাক হইয়াছি। কেননা, আমি তো আপনার জন্য মরিতে প্রস্তুত। আমি উত্তর দিলাম, আপনার জন্য যাহা কিছু নির্ধারিত আছে তাহা পূর্ণ হইবে। ইহার পর ঐ যুগ আসিল যখন আমি মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবী করিলাম তখন ঐ দাবী তাহার অপসন্দ হইল। প্রথমে তাহার হৃদয়ে তোলপাড় দেখা দিল। ইহার পর লুধিয়ানায় মৌলবী আবু সাঈদ মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের সহিত আমার মোবাহাসা (ধর্মীয় বিতর্ক) হইয়াছিল। এই মোবাহাসার সময় কিছু দিনের জন্য বিরুদ্ধবাদীর সহিত তাহার মেলামেশরার সুযোগ হইল। ঠিক এই সময়ে অদৃষ্টের লিখন প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং তিনি প্রকাশ্যে বিগড়াইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি এইরূপে বিগড়াইলেন যে, তাহার হৃদয়ে যে বিশ্বাস ছিল এবং মুখে যে জ্যোতিঃ ছিল তাহা চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মধ্যে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হওয়ার অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া গেল। মুরতাদ হওয়ার পর একদিন লুধিয়ানায় পীর ইফতেখার আহমদ সাহেবের গৃহে তাহার সহিত আমার দেখা হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমার ও আপনার মধ্যে এইরূপ মোকাবেলা হইতে পারে যে, আমাদের উভয়কে একটি কামরায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। দশ দিন পর্যন্ত বন্ধ রাখা হউক। অতঃপর যে মিথ্যাবাদী সে মরিয়া যাইবে। আমি বলিলাম, মীর সাহেব, এইরূপ শরীয়ত বিরোধী পরীক্ষার কি প্রয়োজন? কোন নবী খোদাকে পরীক্ষা করেন নাই। কিন্তু আমাকে ও আপনাকে খোদা দেখিতেছেন। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি নিজেই মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীর সম্মুখে বিনাশ করিবেন। খোদার নিদর্শন তো বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হইতেছে। যদি আপনি সত্যান্বেষীয় হন তবে আমার সহিত কাদিয়ান চলুন। তিনি উত্তর দিলেন, আমার স্ত্রী অসুস্থ। আমি যাইতে পারি না। সম্ভবতঃ তিনি এই উত্তর দিলেন, আমার স্ত্রী কোন জায়াগায় গিয়াছেন। আমার ঠিক স্মরণ নাই। আমি বলিলাম, বাস, খোদার ফয়সালার অপেক্ষা করুন। অতঃপর ঐ বৎসরই তিনি মারা গেলেন। কোন কামরায় বন্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজন হইল না। অতএব ইহা ভীত হইবার বিষয় যে, অবেশেষে আব্বাস আলীর কি পরিণতি হইল। এতখানি উন্নতি করার পর সে এক মুহূর্তে অধঃপতনের গহ্বরে পড়িয়া গেল। তাহার অবস্থা হইতে এই অভিজ্ঞতা হইল যে, যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সন্তুষ্টির ইলহামও হয় তবে কোন কোন সময় এই সন্তুষ্টিও বিশেষ সময় পর্যন্ত হইয়া থাকে।* অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ সন্তুষ্টির কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ খোদা তা'লা কুরআন শরীফে কাফেরদের উপর বহু স্থানে গযব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যখন কেহ মোমেন হইয়া যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে ঐ গযব রহমতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। অনুরূপভাবে কখনো কখনো রহমত গযবে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই কারণেই হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, এক ব্যক্তি বেহেশতীদের আমল করিতে থাকে। এমন কি তাহার ও বেহেশতের মধ্যে এক বিঘত দূরত্ব বাকি আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাযা ও কদরে (আল্লাহ্‌র অমোধ বিধানে) সে জাহান্নামী হইয়া যায়। অবশেষে তাহার দ্বারা এইরূপ কোন আমল বা আকিদা (বিশ্বাস) সংঘটিত হইয়া যায় যে, তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি বেহেশতী হয়। কিন্তু সে জাহান্নামীদের আমল করে। এমনকি তাহার ও জাহান্নামের মধ্যে কেবল এক বিঘতের দূরত্ব বাকি থাকে। কিন্তু অবশেষে তাহার তকদীর (অদৃষ্ট) প্রাধান্য লাভ করে। অতঃপর সে পবিত্র আমল করিতে শুরু করে এবং ইহার উপর তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়। কোন বিরুদ্ধবাদী ইহা অস্বীকার করিতে পারে না যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ মীর আব্বাস আলীর ঐ পুস্তক, যাহাতে তিনি নিজের হাতে আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছেন (যাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে)। উহা এখনো মজুদ আছে। তাহার মৃত্যুর পর আমি একবার তাহাকে স্বপ্নে দেখিলাম যে, তিনি কালো কাপড় পরিহিত, যাহা আপাদমস্তক কালো। তিনি আমার নিকট হইতে প্রায় একশত কদম দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং আমার নিকট হইতে সাহায্যস্বরূপ কিছু চাহেন। আমি উত্তর দিলাম যে, এখন সময় চলিয়া গিয়াছে। এখন আমার ও তোমার মধ্যে অনেক দূরত্ব। তুমি আমার নিকট পর্যন্ত পৌঁছাতে পার না।

১২৭ নং নিদর্শন: সহজরাম নামে এক ব্যক্তি অমৃতসরের কমিশনার অফিসে সেরেস্তদার ছিল। পূর্বে সে সিয়ালকোট জেলায় ডেপুটি কমিশনারের অফিসের সেরেস্তাদার ছিল। সে সর্বদা আমার সহিত ধর্মীয় বিতর্ক করিত। ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রকৃতগতভাবে তাহার মধ্যে এক বিদ্বেষ ছিল। ঘটনাক্রমে আমার এক বড় ভাই ছিল। তিনি তহসীলদারীর পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তখনো তিনি কাদিয়ানে নিজ গৃহেই ছিলেন এবং চাকুরী প্রার্থী ছিলেন। একদিন আমি নিজ গৃহে আসরের সময় কুরআন শরীফ পড়িতেছিলাম। যখন আমি কুরআন শরীফের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা উল্টাইতে চাহিলাম তখন ঐ অবস্থাতেই আমার চক্ষু কাশফী রঙ ধারণ করিল এবং আমি দেখিলাম যে, সহজরাম কালো কাপড় পরিহিত এবং সে আবেদনকারীদের ন্যায় দাঁত বাহির করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যে যেন আমাকে বলিল, আমার উপর দয়া করাইয়া দাও। আমি তাহাকে বলিলাম, এখন দয়ার সময় নাই। সঙ্গে সঙ্গেই খোদা তা'লা আমার হৃদয়ে এই কথার উদ্রেক করেন যে, এই মুহূর্তেই ঐ ব্যক্তি মারা গিয়াছে এবং ইহা হঠাৎ ঘটিয়াছে। ইহার পর আমি নীচে নামিলাম। আমার ভাইয়ের নিকট ছয় সাত জন লোক বসিয়া ছিল

এরপর শেষের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৭ সালের যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর কর্মব্যস্ততার বিবরণ

জিহাদের অর্থ হল প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করা।

ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং আত্মসংশোধন করা।

ব্রিটিশ সাংবাদিক দ্বারা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকার গ্রহণ

তরবারির জেহাদ ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং আত্মসংশোধন করা। এই কারণেই বর্তমান যুগে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমার কাজ হল সেই উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলা যার জন্য জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আবির্ভুত হয়েছিলেন। আর সেটি হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার পুনর্জাগরণ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমি দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। প্রথম উদ্দেশ্য হল, মানবজাতিকে তার স্রষ্টার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং দ্বিতীয়টি হল মানুষকে মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। অতএব সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি, ভালবাসা এবং সমন্বয়ের বার্তা প্রসার করাই হল আমার উদ্দেশ্য।

আমাদের বিশ্বাস, কেবল এই পৃথিবীই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। এই বিষয়টিকেই মুষ্টিমেয় নামধারী উলেমা এবং মৌলবীরা ভ্রান্তভাবে তুলে ধরে এবং বলে যদি তোমরা কাউকে হত্যা কর তবে জান্নাতে যাবে।

রিপোট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন

অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

১৪ ই আগস্ট, ২০১৭

ফিলিপাইনের সদর জামাত ও মুবাল্লিগ ইনচার্জের সঙ্গে বৈঠক।

(অবশিষ্টাংশ)

সবশেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) ফিলিপাইনের মুবাল্লিগ সাহেবকে উপদেশ দিয়ে বলেন: নিজের ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করুন, ইসতেগফার করতে থাকুন আর 'লা হাওলা' (দোয়া পাঠ করতে থাকুন)। নিজেকে শিশু মনে করবে না আর ঘাবড়ে যাবেন না। এই পঙক্তিটি সব সময় সামনে থাকা চাই।

মাহমুদ কারকে ছোড়েঙ্গে হাম হাক কো আশকার,

রুয়ে যমীন কো খোয়াহ হিলানা পড়ে হামেঁ।'

বিবিসি ওয়ার্ল্ড-এর সাংবাদিকের সাক্ষাতকার

বিবিসির এক সাংবাদিক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। এই সাংবাদিক ২০১৭ সালের ইউকে জলসার একটি ডকুমেন্টরী প্রস্তুত করেছিল যাতে জামাতের বিশদ পরিচয়, জলসার উদ্দেশ্যাবলী, নওমোবাঈনদের ইন্টারভিউ এবং জামাতের উপর নির্যাতনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই ডকুমেন্টরি বিবিসি রেডিও চ্যানেলের প্রসিদ্ধ 'Heart and Soul এ Caliphate in the countryside নামক অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি পৃথিবী জুড়ে সমাদৃত হয়েছিল। ডকুমেন্টরীতে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকারের নিম্নোক্ত অংশ সম্প্রচারিত হয়েছিল।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, বর্তমান যুগে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা কেন রয়েছে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বর্তমান যুগে অনেক নামধারী মুসলমান উলেমা কুরআনী শিক্ষাকে ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করছে। জিহাদের অর্থ হল প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করা। তরবারির জেহাদ ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং আত্মসংশোধন করা। এই কারণেই বর্তমান যুগে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, খলীফা হিসেবে আপনার কাজ কি? হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার কাজ হল সেই উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলা যার জন্য জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আবির্ভুত হয়েছিলেন। আর সেটি হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার পুনর্জাগরণ। তিনি (আ.) বলেন: আমি দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। প্রথম উদ্দেশ্য হল, মানবজাতিকে তার স্রষ্টার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং দ্বিতীয়টি হল মানুষকে মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। অতএব সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি, ভালবাসা এবং সমন্বয়ের বার্তা প্রসার করাই হল আমার উদ্দেশ্য।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আহমদীদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে যার কারণে তারা নিজেদের ঈমান এবং ধর্মের কারণে নিজেদের জীবনেরও পরোয়া করে না? এই উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনার যদি বিশ্বাস থাকে যে, আপনি এই ধর্ম আল্লাহ্‌র কারণে অবলম্বন করেছেন, তবে যখনই কোন কুরবানী করেন তা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। এই কারণেই আহমদীরা নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসে অবিচল থাকে। আমাদের বিশ্বাস, কেবল এই পৃথিবীই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। এই বিষয়টিকেই মুষ্টিমেয় নামধারী উলেমা এবং মৌলবীরা ভ্রান্তভাবে তুলে ধরে এবং বলে যদি তোমরা কাউকে হত্যা কর তবে জান্নাতে যাবে। কিন্তু আমাদের মতে এমনটি সঠিক নয়। আহমদীরা শান্তি, সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের বাণী প্রচার করে। অন্যদিকে অন্যান্য উগ্রবাদী সংগঠনগুলি ইসলামের শিক্ষাকে ভ্রান্তমূলকভাবে প্রচার করে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনার কাছে যদি কোন ভাল জিনিস থাকে এবং তা পৃথিবীতে দিতে চান তবে পৃথিবী সেটি গ্রহণ করবে। এই কারণে আপনারা যখন উপলব্ধি করেন যে, এটিই প্রকৃত ইসলামের বাণী এবং এভাবে আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন হতে পারি, তখন মানুষ আমাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনাদের জামাতের ভবিষ্যত কি? আপনি কি মনে করেন যে, এক সময় আসবে যখন পৃথিবীর সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ আপনাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এবিষয়ে আমার প্রত্যাশা বিরাট আর আমি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখি। প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সমগ্র পৃথিবীতে অবশ্যই পৌছাবে। আর এটিই আমাদের উদ্দেশ্য, যাতে সমগ্র জগতবাসী উপলব্ধি করে যে, একজন সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আছেন। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আমরা এই উদ্দেশ্য অর্জন করব আর কিয়ামত পর্যন্ত এই বাণীকে পরিহার করব না।

অফিসিয়াল মিটিং এবং সাক্ষাতকারের এই অনুষ্ঠান বেলা দুটায় সমাপ্ত হয়।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সাক্ষাত

প্রোগ্রাম অনুযায়ী আসরের নামাযের পর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত জামাতের সদস্যবর্গ এবং পরিবারবর্গ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। আজ ২৪টি পরিবারের মোট ১২০ জন সদস্য ছাড়াও আরও ১৩ জন সদস্য ব্যক্তিগত ভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সাক্ষাতকারী অতিথিরা নিম্নোক্ত দেশসমূহ থেকে এসেছিলেন। পাকিস্তান, মাস্কাত, কানাডা, সিরালিওন, ঘানা, আমেরিক, নরওয়ে, মরিশাস, মারাকাশ, ফ্রান্স, জার্মানী, তানজেনিয়া, নাইজেরিয়া, ভারত, সুইডেন এবং যুক্তরাজ্য।। এদের মধ্যে প্রত্যেকে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে চিত্র গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। হুযুর আনোয়ার স্কুল পড়ুয়াদেরকে কলম উপহার দেন এবং ছোট বাচ্চাদেরকে চকলেট উপহার দেন।

এই সাক্ষাত অনুষ্ঠানটি পৌনে নটায় সমাপ্ত হয়।

১৫ই আগস্ট, ২০১৭

আজ মানবাধিকার কমিটির চেয়ারম্যান, বাংলাডেস্কের ইনচার্জ এবং ঘানার আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন।

ঘানার আমীর সাহেব ঘানায় নির্মেয় ডেন্টাল হসপিটালের বিষয়ে নিজের প্রাথমিক নিরীক্ষনের রিপোর্ট পেশ করেন এছাড়াও ঘানায় দাঁতের ইমপ্ল্যানটেশনের একটি প্রকল্প ছিল। এই প্রকল্প পূর্ণ হওয়ার বিষয়েও একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এই বিষয়ে হুযুর আনোয়ার তাঁকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

জুমআর খুতবা

একজন মু'মিন বা এমন ব্যক্তি যে দাবি করে, আমি আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, তার খোদার এ নির্দেশ সব সময় সামনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের রীতিনীতি ও পদ্ধতিও শিখিয়েছেন, যার ব্যবহারিক দিকও রয়েছে অর্থাৎ বাহ্যিকগতিবিধি বা ওঠাবসা এবং দোয়ার শব্দাবলীও রয়েছে, যাকে যিকরও বলা যেতে পারে। নামাযে এ দুটি দিকই অন্তর্নিহিত রয়েছে অর্থাৎ বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গি, যিকর এবং দোয়াও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু নামাযের বাইরেও যিকর করা, দোয়া করা এবং খোদা তা'লাকে স্মরণ রাখা এক মু'মিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন নবীর বরাতে বহু দোয়ার উল্লেখ করেছেন যা আমরা নামাযেও পড়তে পারি এবং চলাফেরার সময়েও যিকর হিসেবে পড়তে পারি

আজ আমি একটি যিকরের কথাও উল্লেখ করতে চাই, যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নত আর খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ দোয়াও বটে, যার অর্থ বুঝে পাঠ করলে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার পাশাপাশি খোদার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের গণ্ডিতে স্থান পায় এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকেও রক্ষা পায়।

রসূলে করীম (সা.) নিজেই যে প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর পূর্বে এসব আয়াত ও দোয়া পাঠ করতেন তা নয় বরং সাহাবীদেরকেও এগুলো পড়ার নসীহত করতেন। বিভিন্ন স্থানে এসব দোয়াও আয়াত (পাঠের) গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন এবং এর কী কী উপকারিতা রয়েছে তার উল্লেখ করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতাল কুরসী, সূরা এখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস-এর কল্যাণ ও গুরুত্বের উল্লেখ এবং তাঁর সুন্নতের আলোকে এই দোয়াগুলি নিয়মিত পাঠ করার প্রতি আহ্বান।

যে কাজ তিনি নিয়মিত করেছেন বা রীতিমত অব্যাহত রেখেছেন, এটি তাঁর সুন্নত হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে আর সব মুসলমানের এমনটি করা উচিত। আমরা যারা আহমদী, তাদেরকে এ যুগে রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতিটি সুন্নত বা কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গুরুত্বের সাথে পথের দিশা দিয়েছেন, এজন্য আমাদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত। বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যেগুলোর আমরা সম্মুখিন হচ্ছি। দোয়া, নামায এবং যিকরের প্রতি বিশেষভাবে কেবল নিজের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক চাহিদার ওপরই মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত নয় বরং জামা'তী ফেতনা, নৈরাজ্য, বিদ্বেষপরায়ণ এবং শত্রুদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্যেও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকীয় দায়িত্ব মনে করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

মুসলমানদের জন্য পরিতাপ! যে খোদা তাদেরকে এক দোয়া শিখিয়েছেন আর আলোর পর অন্ধকার এবং অমানিশা সংক্রান্ত নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকার জন্য মহানবী (সা.) বলেছেন যে, রীতিমত এই দোয়াগুলো তোমরা পড়, যেন একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পার আর অন্ধকার এবং অমানিশার নৈরাজ্য থেকেও নিরাপদ থাকতে পার। কিন্তু মুসলমানরা এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে নি।

আজকাল নাস্তিকতা এবং বস্তুবাদিতার প্রবল স্রোত বইছে আর বস্তুবাদিতা এমনভাবে সমাজের সর্বস্তরে থাবা বসিয়েছে যে, অনেক যুবক এতে প্রভাবিত হচ্ছে। অতএব এই দোয়া করে যেখানে আমরা নিজেদের গায়ে ফু দিব একই সাথে সন্তানদের গায়েও যেন আমরা ফু দিই, যেন সকল প্রকারের অনিষ্ট থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও নিরাপদ থাকতে পারে। তারা যেন ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খোদার একত্ববাদের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়।

আল্লাহ্ করুন আমাদের সকলেই যেন এই সূরাগুলির বিষয়বস্তু বুঝে মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের ওপর যেন আমলকারী হই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন আর ঘুমানোর পূর্বে রীতিমত রসূলে করীম (সা.) এর নির্দেশ অনুসারে এই আয়াত বা এই সূরাগুলো পাঠ করে আমরা যেন নিজেদের গায়ে ফু দিই, খোদা তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১৬ তবলীগ, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–একজন মু'মিন বা এমন ব্যক্তি যে দাবি করে, আমি আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, তার খোদার এ নির্দেশ সব সময় সামনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (সূরা আয যারিয়াত : ৫৭) অর্থাৎ আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের রীতিনীতি ও পদ্ধতিও শিখিয়েছেন, যার ব্যবহারিক দিকও রয়েছে অর্থাৎ বাহ্যিকগতিবিধি বা ওঠাবসা এবং দোয়ার শব্দাবলীও রয়েছে, যাকে যিকরও বলা যেতে পারে। নামাযে এ দুটি দিকই অন্তর্নিহিত রয়েছে অর্থাৎ বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গি, যিকর এবং দোয়াও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু নামাযের বাইরেও যিকর করা, দোয়া করা এবং খোদা তা'লাকে স্মরণ রাখা এক মু'মিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন নবীর বরাতে বহু দোয়ার উল্লেখ করেছেন যা আমরা নামাযেও পড়তে পারি এবং চলাফেরার সময়েও যিকর হিসেবে পড়তে পারি আর পড়ে থাকি। মানুষ তাদের চিঠিপত্রে লিখে থাকে, আমরা উমুক সমস্যার সম্মুখিন, অমুক দুশ্চিন্তায় জর্জরিত, কোন দোয়া বা যিকর বলে দিন, যা আমরা করব, যেন আমাদের সমস্যা বা দুশ্চিন্তা দূরীভূত হতে পারে। সচরাচর আমি মানুষকে এটি লিখি যে, নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন, সেজদায় দোয়া করুন, নামাযে দোয়া করুন আর খোদার কাছে সাহায্য যাচনা করুন। কিন্তু আজ আমি একটি যিকরের কথাও উল্লেখ করতে চাই, যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নত আর খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ দোয়াও বটে, যার অর্থ বুঝে পাঠ করলে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার পাশাপাশি খোদার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের গণ্ডিতে স্থান পায় এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকেও রক্ষা পায়। রসূলে করীম (সা.) নিজেই যে প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর পূর্বে এসব আয়াত ও দোয়া পাঠ করতেন তা নয় বরং সাহাবীদেরকেও এগুলো পড়ার নসীহত করতেন। বিভিন্ন স্থানে এসব দোয়াও আয়াত (পাঠের) গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন এবং এর কী কী উপকারিতা রয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। রসূলে করীম (সা.)-এর ব্যক্তিগত কর্মপন্থা বা আমল সম্পর্কে হাদীস রয়েছে।

হাদীসে আছে যে, মহানবী (সা.) ঘুমানোর পূর্বে সব সময় 'আয়াতুল কুরসী', 'সূরা ইখলাস', 'সূরা ফালাক' এবং 'সূরা নাস' পড়তেন অর্থাৎ কুরআনের শেষ তিনটি সূরা এবং 'আয়াতুল কুরসী' তিনবার পাঠ করে হাতে 'ফু' দিতেন আর এরপর পুরো শরীরে এমনভাবে হাত বুলাতেন যে, মাথা থেকে শরীরের যে পর্যন্ত হাত পৌঁছানো সম্ভব ততটুকু শরীরে হাত বুলাতেন।

অতএব, যে কাজ তিনি নিয়মিত করেছেন বা রীতিমত অব্যাহত রেখেছেন, এটি তাঁর সুন্নত হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে আর সব মুসলমানের এমনটি করা উচিত। আমরা যারা আহমদী, তাদেরকে এ যুগে রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতিটি সুন্নত বা কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গুরুত্বের সাথে পথের দিশা দিয়েছেন, এজন্য আমাদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত। বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যেগুলোর আমরা সম্মুখিন হচ্ছি। দোয়া, নামায এবং যিকরের প্রতি বিশেষভাবে কেবল নিজের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক চাহিদার ওপরই মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত নয় বরং জামা'তী ফেতনা, নৈরাজ্য, বিদ্বেষপরায়ণ এবং শত্রুদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্যেও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকীয় দায়িত্ব মনে করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

এই যিকর ও আয়াতের গুরুত্ব আরো কিছু হাদীসেও দেখতে পাওয়া যায়, যা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

আয়াতুল কুরসীর যতটুকু সম্পর্ক আছে সে সম্পর্কেআমি দুই জুমুআ পূর্বে আলোচনা করেছি।

আজকে কুরআনের শেষ তিনটি সূরা সম্পর্কে হাদীসের বরাতে কথা বলব, যে কীভাবে বার বার এবং বিভিন্নভাবে হযরত নবী করীম (সা.) নিজের সাহাবীদের এই সূরাগুলো পাঠ করা সম্পর্কে নসীহত করেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে শেষ তিন সূরা বা তিন কুল পড়ে শরীরে 'ফু' দেওয়া সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক রাতে মহানবী (সা.) যখন বিছানায় যেতেন এবংদুই হাতের তালু পরস্পর যুক্ত করে তাতে ফু দিতেন আর قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ-وقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ-وقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পাঠ করতেন। এরপর যথাসাধ্য উভয় হাত শরীরে বুলাতেন, তিনি তার মাথা এবং চেহারা থেকে হাত বোলানো আরম্ভ করে শরীরের যে অংশ পর্যন্ত তাঁর হাত পৌঁছানো সম্ভব হত তিনি তিনবার এমনটি করতেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ফাযায়েলুল কুরআন)

মহানবী (সা.) এটি এতটাই নিয়মিত করতেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্য শয্যায় নিজেই এসব দোয়া করতেন এবং তাঁর হাতে ফু দিয়ে মহানবী (সা.)-এর হাতই তাঁর দেহে বোলাতেন। যেভাবে হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা.) যখন রোগাক্রান্ত হতেন তখন কুল আউযুবিরাব্বিন্নাস এবং কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক বলে দেহে ফু দিতেন। তিনি (রা.) বলেন, তাঁর রোগ যখন চরম রূপ ধারণ করে আমি এই সূরাগুলো পাঠ করে তাঁর নিজের হাত বরকতের উদ্দেশ্যে তাঁর দেহে বুলাতাম। (সহী বুখারী, কিতাবুল ফাযায়েলুল কুরআন)

অতএব, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হৃদয়ে এই ধারণার উদয় হওয়া নিশ্চয়ই এ কারণে ছিল যে, মহানবী (সা.) এই ক্ষেত্রে খুবই নিয়মিত ছিলেন আর এর কল্যাণের গুরুত্বও হযরত আয়েশার নিকট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন।

এরপর এসব সূরার কল্যাণ ও গুরুত্ব সম্পর্কে সাহাবীদের মাঝে কীভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন সেম্পর্কে হযরত উকবা বিন আমের বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি (সা.) এগিয়ে এসে আমার হাত ধরেন এবং বলেন, হে উকবা বিন আমের! তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এবং পবিত্র কুরআনে যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, আমি কি তোমাকে সেগুলোর সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটি সূরা সম্পর্কে অবহিত করব না? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! নিশ্চয়। আমাকে আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা নিবেদিত করুন। এরপর তিনি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ-وقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ-وقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পড়ে শোনান। পুনরায় বলেন, হে উকবা! তুমি এগুলো কখনোই ভুলবে না এবং এমন কোন রাত অতিবাহিত করবে না, যতক্ষণ না তুমি এই সূরাগুলো পাঠ করবে। উকবা বলেন, যখন থেকে তিনি (সা.) এটি বলেছেন যে, তুমি এগুলো ভুলবে না, তখন থেকে আমি এগুলো ভুলি নি আর এমন কোন রাত আমি অতিবাহিত করি নি যে রাতে আমি এসব সূরা পাঠ করি নি।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, মসনদ উকবা বিন আমের)

অতএব এগুলো ভুলে না যাওয়ার এবং এগুলি পাঠ না করা পর্যন্ত কোন রাত অতিবাহিত না করার নির্দেশ থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি (সা.) নিজেও কতটা নিয়মিতভাবে এগুলো পাঠ করতেন। খোদার নির্দেশ, শিক্ষা এবং দোয়ার ওপর তিনি (সা.) সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আর এ কারণেই তিনি অন্যদেরকেও উপদেশ দিতেন।

এরপর সূরা এখলাস অর্থাৎ যে সূরা 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' দ্বারা শুরু হয় সেই সূরার গুরুত্ব সম্পর্কে এক হাদীসে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনেছেন, যিনি বার বার এ সূরাটি পড়ছিলেন, প্রভাতে তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে পুরো বিষয়টি বর্ণনা করেন। সেই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখছিলেন, তাই অভিযোগের সুরে এটি বর্ণনা করছিলেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ফাযায়েলুল কুরআন)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এই প্রসঙ্গে এক জায়গায় এর বিশদ বিবরণ এভাবে দিচ্ছেন যে, মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের বলেন, তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়তে পারবে? সাহাবীদের জন্য এটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন ছিল, তারা বলেন– হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের মধ্যে কার এই সামার্থ্য আছে যে, এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করবে। তিনি (সা.) বলেন, 'আল্লাহুল ওয়াহেদুস সামাদ' অর্থাৎ সূরা এখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ফাযায়েলুল কুরআন)

সূরা এখলাস যে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ এই প্রেক্ষাপটে সহীহ্ মুসলিমে একটি হাদীস এভাবে লিপিবদ্ধ আছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, তোমরা একত্রিত হও, আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করে শোনাব। সবাইকে মসজিদে একত্রিত হতে বলেছেন। অতএব, সকল মানুষ সমবেত হওয়ার পর রসূলে করীম (সা.) বাইরে আসেন আর 'কুলহু আল্লাহু আহাদ'–এর তেলাওয়াত করেন। এরপর তিনি (সা.) ভেতরে যান। সাহাবীরা বলেন, আমাদের কেউ বলে যে, আমার মনে হয় আকাশ থেকে কোন সংবাদ বা ওহী এসেছে, যে কারণে তিনি ঘরে প্রবেশ করেছেন বা ভেতরে গেছেন। পুনরায় নবী করীম (সা.) বাইরে আসেন আর বলেন, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, আমি তোমাদের সামনে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করব, মনোযোগ সহকারে শোন, সূরা এখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল মুসাফিরিন ওয়া কাসরেহা)

তিনি (সা.) এটিকে এক তৃতীয়াংশ কেন আখ্যায়িত করেছেন? এর কারণ– আল্লাহ্ তা'লা কুরআন একত্ববাদ প্রমাণের ও প্রতিষ্ঠার জন্য নাযেল করেছেন। অতএব, এই সূরায় সুস্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গীনভাবে একত্ববাদ বর্ণিত হয়েছে। অতএব, এই সূরার শব্দ নিয়ে প্রণিধান করে এবং এ শিক্ষার ওপর আমল করে মানুষ প্রকৃত তৌহিদ বা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর কুরআন করীমকে এক আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে বিশ্বাস করে সে যদি আমলের চেষ্টা করে তাহলে যেন সে প্রকৃত তৌহিদকে বুঝল এবং এর ওপর আমল করল আর এরপর পুরো কুরআনী শিক্ষার ওপর আমলেরও সামর্থ্য লাভ হবে। মানুষকে কেবল এতটুকু ভাবলেই চলবে না যে, আমি সূরা এখলাস পাঠ করেছি আর এভাবে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়া হয়ে গেছে। এর অর্থ হল তোমরা এটি পড় এবং তৌহিদ বা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও আর এই অনুসারে আমল কর।

একইভাবে আরো কিছু আয়াত আছে যেগুলো সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, এটি একাংশ। এটি এক চতুর্থাংশ। যদি কেবল এ আয়তগুলোকেই আক্ষরিক অর্থে নেওয়া হয় তাহলে কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করেই মানুষ বলবে যে, পুরো কুরআন পড়া হয়ে গেছে। অথচ এ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর কথার অর্থ হল এগুলো এমন কথা যার ওপর আমল করলে এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা ও প্রণিধান করলে এবং একত্ববাদ বা তৌহিদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেই তোমরা কুরআন পাঠকারী গণ্য হবে। কুরআন কী? সত্যিকার অর্থে কুরআনী শিক্ষা একত্ববাদ বা তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য। এর জন্য প্রতিটি মানুষের চেষ্টার পাশাপাশি দোয়াও করা উচিত।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে আরেকটি রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলে করীম (সা.) এক ব্যক্তিকে এক যুদ্ধাভিযানে আমীর নিযুক্ত করে পাঠান (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন) যিনি সাথিদের নামায পড়াতেন আর তেলাওয়াতের সমাপ্তি করতেন কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়ে। সাহাবীরা ফিরে আসার পর মহানবী (সা.)-এর কাছে এই কথা উল্লেখ করলে তিনি (সা.) বলেন, তাকে জিজ্ঞেস কর সে কেন এমনটি করে? সাহাবীরা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এর কারণ এটি রহমান খোদার গুণাবলী আর এ উদ্দেশ্যেই আমি এগুলো তেলাওয়াত করা পছন্দ করি। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা তাকে বলে দাও, আল্লাহ্‌ও তাকে ভালোবাসেন। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মুসাফিরিন ওয়া কাসরেহা)

বুখারীতে হযরত আনাস (রা.) পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়াত রয়েছে এই প্রেক্ষাপটে। হযরত আনাস বলেন, এক আনসারী মসজিদে কুবায় তাদের ইমামের দায়িত্ব পালন করত। সে যে কোন সূরা পাঠ করার পূর্বে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পড়ত। সেটি তেলাওয়াত শেষ হলে অন্য কোন সূরা তেলাওয়াত করত আর প্রত্যেক রাকাতেই এমনটি করত, এ সম্পর্কে তার সাথিরা তার সাথে কথা বলে এবং বলে যে, তুমি সূরা এখলাসের মাধ্যমে তেলাওয়াত আরম্ভ কর আর সেটিকে যথেষ্ট মনে কর না আর সাথে আরেকটি সূরাও পড়। কেবল সূরা এখলাস পড় অথবা এটি ছাড়া অন্য সূরা পড়। তিনি বলেন যে, আমি এটি আদৌ পরিত্যাগ করব না। তোমরা যদি এই রীতিতে

তোমাদের ইমামতি করা পছন্দ কর তাহলে আমি ইমাম থাকব আর যদি এটি পছন্দ না হয় তাহলে আমি তোমাদের পরিত্যাগ করব। অর্থাৎ আমি ইমামের দায়িত্ব ছেড়ে দিব কিন্তু এই সূরা পরিত্যাগ করব না। তারা তাকে তাদের মাঝে সর্বোত্তম জ্ঞান করত। তাই তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তি ইমাম হোক সেটি তারা পছন্দ করত না। তারা যখন মহানবী (সা.) এর কাছে আসে আর এই ঘটনার সংবাদ দেয়, তিনি (সা.) বলেন, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার সাথিরা তোমাকে যা বলে সে কাজ থেকে কোন কথা তোমাকে বিরত রাখে (অর্থাৎ সূরা এখলাস পড়ো না কিম্বা কেবল সেটিই পড় অন্য কোন সূরা পড়ো না। দুটিই একত্রে পড়ার কারণ কি?) কি কারণে সব রাকাতেই তুমি এই সূরাটিকে আবশ্যিক করে নিয়েছ। সে উত্তর দিল, এই সূরা আমার কাছে খুবই প্রিয়। তিনি (সা.) বলেন যে, এই সূরার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছে। (সহী বুখারী, কিতাবুল আযান)

এরপর হযরত উবায় বিন কাব বর্ণনা করেন, মুশরিকরা মহানবী (সা.) কে যখন জিজ্ঞেস করে যে, আপনার প্রভুর বংশ পরিচয় দিন। তখন আল্লাহ্ তা'লা 'কুলহু আল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ' নাযেল করেন। অর্থাৎ সামাদ তিনি যার কোন পিতা নেই, তিনিও কারো পিতা নন। কেননা যা কিছু সৃষ্টিশীল তা অবশ্যই লয়শীল। আর যা কিছু মরণশীল তার অবশ্যই কোন না কোন উত্তরাধিকারী থাকবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'লা মৃত্যুও বরণ করবেন না আর তাঁর কোন উত্তরাধিকারীও হবেন না, 'ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুআন আহাদ' তাঁর সদৃশ আর কেউ নেই, তাঁর মত আর কোন কিছু নেই।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াব তাফসীরুল কুরআন)

আরেক জায়গায় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এভাবে রেওয়ায়াত রয়েছে যে, তিনি বলেন মহানবী (সা.) বলেছেন, মানুষ পরস্পরকে প্রশ্ন করে এমনকি তারা বলে যে, আল্লাহ্ তা'লা অমুক জিনিস বা অমুককে সৃষ্টি করেছেন। প্রশ্ন হল আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করেছে? [মহানবী (সা.) এর যুগেও এ প্রশ্ন হত, আজও ব্যাপক পরিসরে এই প্রশ্নের অবতারণা করা হয়] তিনি বলেন: যখন এমন লোকদেরকে দেখ তখন 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পড় । (অর্থাৎ সূরা এখলাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড় এর অর্থ সম্পর্কে প্রণিধান কর। তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্র কোন স্রষ্টা নেই। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তিনি চিরকাল থেকে আছেন আর চিরকাল থাকবেন।) তিনি বলেন, তার উচিত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে আসা তাহলে শয়তান কখনও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (আল আবানাতুল কুবরা)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন: আমি মহানবী (সা.) এর সাথে আসি, তিনি (সা.) একব্যক্তিকে 'কুলহুআল্লাহু আল্লাহুসসামাদ' পাঠ করতে শুনেন। মহানবী (সা.) বলেন যে, অবধারিত হয়ে গেছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, হে আল্লাহ্র রসূল! কি অবধারিত হয়ে গেছে। তিনি (সা.) বলেন যে, জান্নাত আবশ্যক হয়ে গেছে, যে নিষ্ঠার সাথে পড়ছে সেই কারণে।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াব তফসীরুল কুরআন)

হযরত সোহায়েল বিন সাদ এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.) এর কাছে এসে নিজের দারিদ্রের অভিযোগ করে। তিনি (সা.) বলেন, তুমি যখন তোমার ঘরে প্রবেশ কর ঘরে যদি কেউ থাকে 'আসসালামু আলাইকুম' বল, যদি কেউ না থাকে তবুও নিজের প্রতি শান্তির দোয়া প্রেরণ কর 'আসসালামুআলাইকু ম' বল, সালাম বা শান্তি তুমি লাভ করবে। আর একবার সূরা এখলাস পাঠ কর। সেই ব্যক্তি এমনই করে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে এতটা জীবনোপকরণ দান করেন যে তার প্রতিবেশিও তা থেকে লাভবান হতে থাকে।

(রুহুল বায়ান, লি ইসমাঈল)

অর্থাৎ খোদা তা'লা জীবিকার ক্ষেত্রে তাকে এতটা প্রাচুর্য দান করেন যে একটি সময় এমন ছিল যখন চরম অভাব অনটন ছিল, সে অনাহার যাপন করত। এখন এতটা সমৃদ্ধি এসেছে যে, প্র তিবেশিদের সে সাহায্য করত।

অর্থাৎ মানুষ যদি তৌহিদ বা একত্ব বাদের বিষয়টি শিখে, এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় আর সকল শক্তি এবং ক্ষমতার আধার যদি আল্লাহ্ তা'লাকে মনে করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অশেষ দানে ভূষিত করেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তিনি মুত্তাকিদের এমন স্থান থেকে রিযক দিয়ে থাকেন যেখান থেকে রিযক আসার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না।

হযরত আনাস বিন মালেক এরপক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.) এর কাছে আসে এবং বলে যে, 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' আমার খুব প্রিয়। মহানবী (সা.) তখন বলেন যে, এই সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবে। (মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল)

পুনরায় হযরত জাবের (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন পঞ্চাশবার 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পাঠ করবে তাকে কেয়ামত দিবসে তার কবর থেকে আহ্বান করা হবে যে দণ্ডায়মান হও আর জান্নাতে প্রবেশ কর। (আল মু'জামিল আওসাত)

ইবনে দেলমির পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যিনি নাজ্জাশীর ভাগ্নে ছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর সেবাও করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি নামাযে বা নামাযের বাইরে শতবার 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পাঠ করে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য আগুন থেকে মুক্তিলাভ অবধারিত করেছেন।

(আল মু'জামিল কাবীর লি তিবরানী)

অতএব, এই হল সূরা এখলাসের গুরুত্ব। আমরা রাতে যখন এটি তেলাওয়াত করি, তখন খোদার তৌহিদ বা একত্ববাদের বিষয়টি সামনে রেখে পাঠ করা উচিত। আমরা যখন বলব যে, আল্লাহ্ এক তখন একই সাথে তিনি যে 'সামাদ' তাঁর সে মর্যাদাও সামনে আসা উচিত। 'সামাদ' সেই সত্ত্বাকে বলা হয় যিনি কারো মুখাপেক্ষি নন, যা অনন্ত, যে কখনও ধ্বংস হয় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেন: সামাদের অর্থ হল-"তিনি ব্যতিত সব কিছু সৃষ্টি হওয়া সম্ভব আর একদিন তা বিলুপ্ত হবে। "

(বারাহীনে আহমদীয়া, পৃষ্ঠা: ৪৩৩)

অর্থাৎ যা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, হয়ে থাকে এবং ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু খোদা তা'লার সত্তা পরবিমুখ। মানুষ মনে করে সামাদের একমাত্র অর্থ হল পরবিমুখ। পরবিমুখতার অর্থ হল তিনি ধ্বংসও হবেন না আর বিলুপ্তও হবেন না আর তাঁর মত কোন কিছু সৃষ্টিও হবে না। তিনি হলেন আমাদের খোদা, যিনি অনাদি, অনন্ত , চিরকাল থেকে আছেন, চিরকাল থাকবেন।

তিনি বলেন: খোদার সত্তা, গুণাবলী এবং প্রতাপ এক, তাঁর কোন শরিক নেই, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষি। প্রতিটি বিন্দু নিজের জীবনের জন্য তাঁর কাছে ঋণী, তিনি সবকিছুর কল্যাণের উৎস অর্থাৎ বিশ্বের কল্যাণ সাধনকারী এবং বিশ্বের কল্যানকারী তাঁরই সত্তা, তাঁর সত্তা থেকে ঝর্ণা প্রস্রবিত হয়, তিনি কারো মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হন না, তাঁকে কেউ কল্যাণমণ্ডিত করেন না, তিনি পৃথিবীকে কল্যাণমণ্ডিত করছেন, তিনি কারো পুত্রও নন পিতাও না। আর এটি হওয়া কীভাবে সম্ভব হতে পারে, কেননা তাঁর মত সত্তা দ্বিতীয়টি নেই। কুরআন বার বার খোদা তা'লার শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপন করে, তাঁর মাহাত্ম প্রদর্শন করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে দেখ, এমন খোদাকেই হৃদয়ে তালাশ করে মৃত, দুর্বল আজ এই সকল কৃপা এবং শক্তির অধিকারী।

(ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী, পৃষ্ঠা: ১০৩)

সূরা এখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে হযরত উকবা বিন আমেরের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন- মহানবী (সা.) বলেছেন, আজ রাতে এমন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যেগুলোর মত আয়াত পূর্বে কখনও দেখি নি আর তা হল কুলহু আল্লাহু আহাদ, কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযুবি রাব্বিন্নাস।

(সহী মুসলিম, কিতাব সালাতু মুসাফিরিন ওয়া কাসরেহা)

পুনরায় হাদীসে তিন 'কুল' পাঠ করার গুরুত্ব সম্পর্কে রেওয়ায়াত রয়েছে। হযরত উকবা বিন আল জুহনি বর্ণনা করেন যে, একবার আমি এক যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.)-এর বাহনের লাগাম ধরে সামনে হাঁটছিলাম, তিনি বলেন হে উকবা! পাঠ কর, তাঁর প্রতি তখন আমি কর্ণপাত করি যেন তিনি যা বলেন তা শুনে তেলাওয়াত করতে পারি, কিছুক্ষণ পর তিনি যখন আবার বলেন যে, হে উকবা পড়, আমি পুনরায় মনোযোগ দিই যে তিনি কি বলবেন। কি পাঠ করব আমি? তৃতীয়বার একই কথা নিবেদন করলে আমি নিবেদন করলাম হে আল্লাহ্র রসূল! কি পড়ব, তিনি বলেন: কুলহু আল্লাহু আহাদ পাঠ কর, তিনি শেষ পর্যন্ত পড়েন সূরা এখলাস, এরপর কুল আউযুবিরাব্বিল ফালাক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন আমিও তাঁর সাথে পড়ি এরপর তিনি কুল আউযুবিরাব্বিন্নাস শেষ পর্যন্ত পড়েন, আমিও তাঁর সাথে পাঠ করি। এরপর তিনি বলেন যে, কোন ব্যক্তি এমন সূরা বা বাণীর মাধ্যমে খোদার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে নি। (সুনান নিসাঈ, কিতাবুল ইসতে'যা, হাদীস- ৫৪৩০)

অর্থাৎ এগুলো এমন দোয়া এবং এমন বাণী যার মাধ্যমে মানুষ খোদার নিরাপত্তার বেষ্টনিতে আশ্রয় পায় আর কখনও ধ্বংস হয় না আর সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। খোদার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার এর চেয়ে উত্তম আর কোন উপায় নেই। হাদীসে আছে এর চেয়ে উত্তম খোদার কোন আশ্রয় আর নেই।

এরপর সূরা ফালাক এবং সূরা নাস সম্পর্কে হযরত উকবা বিন আমরের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে আমি এক সফরে মহানবী (সা.)-এর বাহনের লাগাম ধরে হাঁটছিলাম, তিনি বলেন হে উকবা! আমি কি তোমাকে এমন দু'টো সূরা শেখাব না, যার তেলাওয়াত খুবই উত্তম কাজ এবং কল্যাণকর। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল! নিশ্চয়। তিনি বলেন, 'কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক' এবং 'কুল আউযুবি রাব্বিন্নাস'। এরপর ফযরের নামাযের জন্য যখন তিনি যাত্রা বিরতি দেন তখন এই সূরাগুলোই তিনি তেলাওয়াত করেন। নামায শেষ করার পর আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি বলেন, হে উকবা! তুমি এভাবে তাকিয়ে আছ কেন? (হয়তো তিনি ভাবছিলেন মহানবী (সা.) খুবই ছোট

সূরা তেলাওয়াত করেন, তিনি বলেন এই সূরাতেই সব কিছু অন্তর্নিহিত আছে।) (সুনান আবু দাউদ, আবওয়াবুল বিতর)

একটি হাদীসে আছে, হযরত আবু সাঈদের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) জিন এবং মানুষের দৃষ্টি থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইতেন। এই দু'টো সূরা যখন নাযেল হয় তিনি এগুলো অবলম্বন করে পূর্বে যে সমস্ত দোয়া ছিল সেগুলো বাদ দিয়ে শুধু এই সূরাগুলোই তেলাওয়াত করতেন।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুত তিব)

হযরত ইবনে আবেস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, হে ইবনে আবেস! আমি কি তোমাকে আশ্রয় প্রার্থনা করা সংক্রান্ত সর্বোত্তম শব্দমালা সম্পর্কে অবহিত করব? সর্বোত্তম আশ্রয় কীভাব প্রার্থনা করা হয়, যার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনাকারী আশ্রয় প্রার্থনা করে তা শেখাব কি? আমি নিবেদন করলাম হে আল্লাহ্‌র রসূল নিশ্চয়। তিনি বলেন, সেই সূরাগুলো হল সূরা ফালাক এবং সূরা নাস।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২২)

এরপর শেষ দু'টো সূরার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে এক সাহাবী বলেন যে আমরা একবার মহানবী (সা.)-এর সাথে কোন সফরে ছিলাম। বাহন কম থাকার কারণে মানুষ পালা করে বাহনে বসত। একবার মহানবী (সা.) এবং আমার নিচে নামার পালা ছিল। মহানবী পিছন থেকে আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন যে, কুল আউযুবে রাব্বিল ফালাক পড়। আমি এটি পাঠ করি, মহানবী (সা.) ইত্যোবসরে পুরো সূরা পাঠ করেন, আমিও তাঁর সাথে সেই সূরা পুরোটাই পাঠ করি। একইভাবে কুল আউযুবি রাব্বিন্নাস পড়ার নির্দেশ দেন, পুরো সূরা তিনি তেলাওয়াত করেন, আমিও পুরো সূরা তেলাওয়াত করি। এরপর তিনি বলেন, নামায পড়ার সময় এই উভয় সূরা নামাযে তেলাওয়াত কর।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯১৮)

উকবা বিন আমের আল জহুনীর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি এক সফরে রসূলে করীম (সা.) এর সাথে ছিলাম। প্রভাতে তিনি (সা.) আযান দেন, একামতও দেন, এরপর আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে 'কুল আউযুবে রাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযুবি রাব্বিন্নাস' তেলাওয়াত করেন। নামায শেষ হওয়ার পর তিনি বলেন যে, কেমন দেখেছ? (পূর্বের রেওয়ায়েতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।) আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি অবশ্যই দেখেছি। মহানবী (সা.) বলেন, যখনই শুবে এবং যখনই জাগ্রত হবে এই দু'টো সূরা তেলাওয়াত করবে। (আল মুসান্নিফ ফি আহাদীস ওয়াল আসার)

অতএব, এই হল এই সূরাগুলোর গুরুত্ব। এ যুগে এগুলো পাঠ করার গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি আর শয়তানের হামলা থেকে নিরাপদ থাকা আর জামাতী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র হচ্ছে তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য। আজকাল ইসলামের বিরুদ্ধে একদিকে ইসলাম বিরোধী অপশক্তি বড় ধূর্ততার সাথে চেষ্টা এবং কলাকৌশল অব্যাহত রেখেছে, অন্যদিকে নামধারী মুসলমান নেতা এবং মুসলমান আলেম এমন এক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে যে, সর্বত্র ফেতনা এবং নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমান আলেম সমাজ মসীহ মওউদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে প্ররোচিত করে শয়তানী অপশক্তিকে আরও সুযোগ করে দিচ্ছে অর্থাৎ তাদের হাতকে দৃঢ় করছে। অনুরূপভাবে নাস্তিকতাও আজকাল চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সূরা ফালাকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গা লিখেন:

"তোমরা যারা মসীহ মওউদের শত্রুদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হবে তোমরা এভাবে দোয়া কর- আমরা সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে প্রভাতের প্রভু সেই খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত শত্রু থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। অর্থাৎ আলো প্রকাশ করা তাঁরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। (এই আলো হল আধ্যাত্মিক আলো যা মসীহ্ মওউদের আগমণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।) আর আমি অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা মসীহ্ মওউদকে অস্বীকার সংক্রান্ত ফেতনার রাত।"

[তোহফা গোল্ডবিয়া, পৃষ্ঠা: ৭৮, উদ্ধৃতি তফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

এদের মাঝে প্রধানত রয়েছে ইসলামের শত্রু, যারা ইসলামী শিক্ষাকে আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত করে। দ্বিতীয় শ্রেণী হল মুসলমান আলেম, যারা নিজেদের ভুলভ্রান্তি পরিত্যাগ করতে চায় না আর মসীহ্ মওউদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করার কাজে রত। আমরা জানি যাদের মধ্যে পাকিস্তানি আলেমরা তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের আহমদীদেরকে বিশেষভাবে এই সুন্নতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, সূরা ফালাকে 'মিন শাররে গাসেকিন ইযা ওয়াকাব' যে বলা হয়েছে এতে অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া রয়েছে। 'গাসেক' বলা হয় রাতকে। 'ওয়াকাব'-এর অর্থ হল অমানিশা ছেয়ে যাওয়া। এই অন্ধকার রাতের নৈরাজ্য মসীহ্ মওউদকে অস্বীকার করা সংক্রান্ত রাতের অমানিশা বা অন্ধকার যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করাতে শেখানো হয়েছে। মুসলমানদের জন্য পরিতাপ! যে খোদা তাদেরকে এক দোয়া শিখিয়েছেন আর আলোর পর অন্ধকার এবং অমানিশা সংক্রান্ত নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকার জন্য মহানবী (সা.) বলেছেন যে, রীতিমত এই দোয়াগুলো তোমরা পড়, যেন একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পার আর অন্ধকার এবং অমানিশার নৈরাজ্য থেকেও নিরাপদ থাকতে পার। কিন্তু মুসলমানরা এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে নি। মুসলমানদের অধিকাংশই এসব ফেতনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হচ্ছে। এই কারণেই অমুসলিমরা মুসলিমদের ওপর আপত্তি করার সুযোগ পাচ্ছে। যাহোক, মুসলমানদের এই অবস্থা আমাদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করে যে, এই সূরাগুলো যেন আমরা মনোযোগ সহকারে পড়ি, প্র ণিধান করি, যেন এসব অমানিশা থেকে আমরা নিরাপদ থাকি। 'শাররিন নাফ্‌ফাসাতি ফিল উকাদ' থেকেও আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসুন। অর্থাৎ যে অনিষ্ট রয়েছে ফুৎকারের। যে অনিষ্ট রয়েছে গ্রন্থিতে তা থেকেও যেন আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে থাকতে পারি। অর্থাৎ সে সকল থেকে যারা ইসলাম এবং আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে বড় ধূর্ততার সাথে মানুষের হৃদয়ে হিংসা বিদ্বেষ সঞ্চার করছে। আর যেভাবে আমি বলেছি, এ ক্ষেত্রে অমুসলিম এবং নাম সর্বস্ব আলেম সম্প্রদায় উভয়েই এর অন্তর্ভুক্ত। প্রধানত অমুসলিমরা ধর্মের বিরোধী হওয়ার কারণে, ইসলাম বিদ্বেষী হওয়ার কারণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ ধর্মের নামে খোদা প্রেরিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম চালাচ্ছে। আর তাদের উভয়ই সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'ওয়া মিন শাররে নাফফাসাতে ফিল উকাদ।'

এছাড়াও সূরা নাসে খোদা তা'লার 'রুবুবিয়াত' বা তাঁর প্রতিপালনের বৈশিষ্ট্য, 'মালিকিয়ত' এবং প্রকৃত উপাস্য হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। এটি বর্ণনা করে তাঁর আশ্রয় যাচনা করা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া শেখানো হয়েছে। আজকাল নাস্তিকতা এবং বস্তুবাদিতার প্রবল স্রোত বইছে আর বস্তুবাদিতা এমনভাবে সমাজের সর্বস্তরে থাবা বসিয়েছে যে, অনেক যুবক এতে প্রভাবিত হচ্ছে। অতএব এই দোয়া করে যেখানে আমরা নিজেদের গায়ে ফু দিব একই সাথে সন্তানদের গায়েও যেন আমরা ফু দিই, যেন সকল প্রকারের অনিষ্ট থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও নিরাপদ থাকতে পারে। তারা যেন ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খোদার একত্ববাদের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়।

আল্লাহ্ করুন আমাদের সকলেই যেন এই সূরাগুলির বিষয়বস্তু বুঝে মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের ওপর যেন আমলকারী হই, আল্লাহ্‌র একত্ববাদের বিষয় যেন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়। অন্য কারো সামনে যেন আমরা সেজদা না করে তাঁকে যেন সকল শক্তির উৎসস্থল জ্ঞান করি। শুধু আন্তরিকভাবে নয় বরং প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে যেন আমরা প্রমাণ করি যে, আল্লাহ্‌ই সকল ক্ষমতার উৎস, সকল আলোর উৎস, সকল কল্যাণের তিনিই দাতা। সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খোদার সামনে বিনত হন, মানুষের কাছে কোন আশা রাখার বা সৃষ্টির কাছে কোন আশা রাখার পরিবর্তে। মসীহ মওউদকে মেনে আমরা যে আলো অর্জন করেছি যা রসূলুল্লাহর আলোরই প্রকৃত প্রতিফলন, দোয়া করুন, খোদা যেন সব সময় আমাদেরকে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আমরা যেন কখনও অন্ধকার এবং অমানিশায় হাবুডুবু না খাই, খোদার বিভিন্ন আশীর্বাদের মধ্যে খিলাফতরূপী যে আশীর্বাদ আমরা পেয়েছি তার সাথে যেন আমরা সব সময় সম্পৃক্ত থাকি। সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে স্বীয় নিরাপত্তার বেষ্টনিতে স্থান দিন, তা ধর্মীয় অনিষ্ট হোক বা জাগতিক, সকল হিংসুকের হিংসা থেকে এবং তার ক্ষতি থেকে আল্লাহ্ আমাদের নিরাপদ রাখুন। আল্লাহ্ তা'লাকেই যেন সব সময় আমাদের প্রভু ও প্রতিপালনকারী মনে করে তাঁর আশ্রয়ের গণ্ডিতে থাকি, সকল বাদশাহদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যেন আল্লাহ্ তা'লাকেই জ্ঞান করি, বিশ্বাস করি, তাঁর মালিকিয়্যতে যেন পূর্ণ বিশ্বাস আমাদের থাকে। সেই সত্যিকার উপাস্যের প্রকৃত অর্থে ইবাদত করে আমরা যেন প্রতিটিক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর আশ্রয়ের বেষ্টনিতে থাকি। কুমন্ত্রণা সৃষ্টিকারীদের অনিষ্ট থেকে দূরে থাকুন, তার থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসুন, নিজেদের হৃদয়কে সকল কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করুন। আর এর জন্য খোদার কাছে আশ্রয় যাচনা করুন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন আর ঘুমানোর পূর্বে রীতিমত রসূলে করীম (সা.) এর নির্দেশ অনুসারে এই আয়াত বা এই সূরাগুলো পাঠ করে আমরা যেন নিজেদের গায়ে ফু দিই, খোদা তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

*****❖*****❖*****❖*****

জুমআর খুতবা

আজকাল এদিন গুলোতে যেখানে যেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে 'মুসলেহ মওউদ'– সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে 'মুসলেহ মওউদ' জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০ ফেব্রুয়ারি দিনটি হলো সেই দিন, যে দিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে এক পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেছিলেন যাতে তার (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত পুত্রের) বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছিল। এই ইশতেহারটি ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়। আমি যেমনটি বলেছি, এ দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব স্থানে সম্ভব সেখানে ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'মুসলেহ মওউদ দিবস' উদ্‌যাপন করা হয় আর যেখানে এই নির্দিষ্ট দিনে আয়োজন করার সুযোগ থাকে না, সেখানে পূর্বে বা পরে এই দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। 'মুসলেহ মওউদ দিবস' উদ্‌যাপন করা বা এই প্রেক্ষাপটে জলসার আয়োজন করা সত্যিকার অর্থে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক মহান ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার নিরিখেই হয়ে থাকে, হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর জন্মের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দিবস উদ্‌যাপিত হয় না।

মুসলেহ মওউদ-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আলোচনা এবং হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ-ই যে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল এই মর্মে খলীফা আওয়াল এবং আরও কতিপয় বুযুর্গদের বিবৃতি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে নিজেকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল রূপে ঘোষণা করেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে মুসলেহ মওউদ-এর যে বৈশিষ্টাবলীর উল্লেখ রয়েছে সেগুলি তাঁর মধ্যে সমহিমায় পূর্ণতা লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে জামাতের সদস্য এবং অন্যদের কতিপয় স্বীকারুক্তির বর্ণনা।

আজকাল যেসব জলসা হচ্ছে তাতে ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ এবং তাঁর অবদানের কথা শুনে, যেখানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর আধ্যাত্মিক মর্যাদার ক্রমোন্নতির জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত, সেখানে আমাদের নিজেদের অবস্থাও খতিয়ে দেখা উচিত যে, জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তির আহমদীয়াতের উন্নতির জন্য এক দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নিজের সকল শক্তি সামর্থ্য এবং যোগ্যতাকে শানিত করা এবং সেটিকে ব্যবহারের জন্য কাজে রূপায়িত করা আবশ্যক। আমরা যদি এটি করি, তাহলে আমরা নিজেদের জীবনেই আহমদীয়াতকে পূর্বের চেয়ে বেশি উন্নতি করতে দেখব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৩শে ফেব্রুয়ারী , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২৩ তবলীগ,১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজকাল এদিন গুলোতে যেখানে যেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে 'মুসলেহ মওউদ'– সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে 'মুসলেহ মওউদ' জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০ ফেব্রুয়ারি দিনটি হলো সেই দিন, যে দিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে এক পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেছিলেন যাতে তার (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত পুত্রের) বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছিল। এই ইশতেহারটি ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়। আমি যেমনটি বলেছি, এ দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব স্থানে সম্ভব সেখানে ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'মুসলেহ মওউদ দিবস' উদ্‌যাপন করা হয় আর যেখানে এই নির্দিষ্ট দিনে আয়োজন করার সুযোগ থাকে না, সেখানে পূর্বে বা পরে এই দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়।

'মুসলেহ মওউদ দিবস' উদ্‌যাপন করা বা এই প্রেক্ষাপটে জলসার আয়োজন করা সত্যিকার অর্থে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক মহান ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার নিরিখেই হয়ে থাকে, হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর জন্মের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দিবস উদ্‌যাপিত হয় না। এ বিষয়টি আমি এ জন্য সুস্পষ্ট করলাম যে, কিছু মানুষ বা এখানকার নতুন প্রজন্ম বা যুবক শ্রেণি অথবা স্বল্প জ্ঞানী মানুষরা প্রশ্ন করে যে, 'মুসলেহ মওউদ দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়, কিন্তু অন্য খলীফাদের জন্ম দিবস কেন উদ্‌যাপিত হয় না? প্রথমতঃ স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এটি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর জন্মদিবস নয়। তাঁর জন্ম হয়েছে ১৮৮৯ সনের ১২ জানুয়ারি তারিখে।

অতএব এই ব্যাখ্যা উপস্থাপনের পর আজকে আমি 'মুসলেহ মওউদ'– সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বরাতে কথা বলব।

সর্বপ্রথম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের ভাষায় এই ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দমালা উপস্থাপন করব আর তাঁর রচনাবলী থেকে এটিও প্রমাণিত এবং তাঁর বিশ্বাস এটিই ছিল যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-ই ছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এরও একই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। অন্য আরো কিছু বুযূর্গেরও একই বিশ্বাস ছিল যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণস্থল বা সত্যায়নস্থল হলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)। একইভাবে আমি যেমনটি বলেছি, তাঁর বিভিন্ন বিশেষত্ব ছিল, লক্ষণাবলী ছিল আর এসব লক্ষণাবলী যেভাবে পূর্ণতা পেয়েছে এবং আপন-পর সবাই যেভাবে সেগুলোর উল্লেখ করেছেন এবং অনুভব করেছেন তার কতক দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরব।

সর্বপ্রথম এ ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দমালা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের ভাষায় উপস্থাপন করছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"ভবিষ্যদ্বাণীটি যা স্বয়ং এ অধম–সংক্রান্ত, আজ ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি মোতাবেক ১৫ জমাদিউল আউয়াল, সংক্ষিপ্তরূপে ঐশীবাণীর নমুনাস্বরূপ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। বিস্তারিতভাবে পুস্তিকায় উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ (অর্থাৎ পরে)। তিনি (আ.) বলেন,

"পরম করুণাময়, পরম দাতা, মহামহিমান্বিত খোদা, যিনি সর্বশক্তিমান- যাঁর মর্যাদা মহা-গৌরবময় এবং অতীব মহান, আপন ইলহাম দ্বারা সম্বোধন পূর্বক বললেন:

'আমি তোমার প্রার্থনানুযায়ী তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার কান্না শুনেছি এবং তোমার দোয়া সমূহকে অনুগ্রহ করে কবুল করেছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। সুতরাং, শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছ। হে বিজয়ী, তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলেছেন, যারা জীবন-প্রত্যাশী তারা যেন মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তারা বের হয়ে আসে, যাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্ তা'লার কালামের মর্যাদা লোকের কাছে প্রকাশিত হয় এবং সত্যতার যাবতীয় আশিসসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান যা ইচ্ছা করি, করে থাকি এবং তাদের প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম

এবং কিতাব এবং তাঁর রসূল পাক মুহাম্মদ (সা.)কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে থাকে তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিস্কার হয়।

সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই সন্তান হবে।

সুশ্রী, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসছে। তার নাম আনমোআয়েল এবং সুংসবাদ দাতাও বটে। তাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হয়েছে। সে কলুষ থেকে পবিত্র। সে আল্লাহ্‌র নুর। ধন্য, যে আকাশ থেকে আসে। তার সঙ্গে 'ফযল' (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমণের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার সঞ্জিবনী শক্তি এবং 'পবিত্র-আত্মার' প্রসাদে বহুজনকে ব্যধিমুক্ত করবে। সে 'কালিমাতুল্লাহ'-আল্লাহ্‌র বাণী। কারণ, খোদার দয়া ও সুক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিন কে চার করবে। (এর অর্থ বুঝিনি) সোমবার, শুভ সোমবার। সম্মানিত, মহৎ, প্রিয়পুত্র مَظْهَرُ الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ۔ مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ كَاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ অর্থাৎ সত্যের বিকাশ স্থল, উচ্চ যেন আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার আগমণ অশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতিঃ আসছে, জ্যোতিঃ। খোদা তাকে সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে নিজ আত্মা দান করব এবং খোদার ছায়া তার মাথায় থাকবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বর্ধিত হবে। বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। জাতিরা তার কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে। وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا (অর্থাৎ এটি একটি অবধারিত বিষয়)

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০০)

এটি সেই প্রতিশ্রুত পুত্র-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দাবলী। এরপর হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে তিনি (আ.) বলেন,

"একইভাবেই আমার প্রথম পুত্রের ইন্তেকালের পর নির্বোধ মৌলবী এবং তাদের বন্ধুবান্ধব, খ্রিষ্টান এবং হিন্দুরা তার মৃত্যুতে অনেক আনন্দ উল্লাস করেছে। আর বার বার তাদেরকে বলা হয়েছে ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারিতে এই ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে যে, কতক পুত্র ইন্তেকালও করবে। তাই কোন পুত্রের অল্প বয়সে ইন্তেকাল হওয়াও অবধারিত ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আপত্তি করা থেকে বিরত হয় নি। তখন খোদা তা'লা আমাকে দ্বিতীয় এক পুত্রের শুভ সংবাদ দেন। উদাহরণস্বরূপ আমার সবুজ ইশতেহার পুস্তিকার ৭ম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম সম্পর্কে শুভ সংবাদ রয়েছে যে, দ্বিতীয় বশীর দেওয়া হবে, যার দ্বিতীয় নাম হলো মাহমুদ। তিনি বলেন, সে যদিও আজকের তারিখ অর্থাৎ (তিনি ১৮৮৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে এটি ঘোষণা দিচ্ছেন যে,) ১৮৮৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করে নি, কিন্তু খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে নির্ধারিত মেয়াদের ভিতর অবশ্যই জন্মগ্রহণ করবে। আকাশ ও পৃথিবী টলতে পারে কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতি টলা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, এই হল সবুজ ইশতেহারের ৭ম পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি, যে অনুসারে ১৮৮৯ সনের জানুয়ারি মাসে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, যার নাম মাহমুদ রাখা হয়েছে, আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন পর্যন্ত সে জীবিত আছে এবং তার বয়স এখন ১৭ বছর।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ৩৭৩-৩৭৪)

আমি পূর্বে যেমনটি বলেছিলাম যে, একটি উদ্ধৃতি পূর্বের, আর পরবর্তীতে তিনি হাকীকাতুল ওহীতেও এ বিষয়টি লিখেছেন। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরো অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে কিন্তু আরো উদ্ধৃতি উপস্থাপনের পরিবর্তে এখন আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তাঁর (অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ এর) পদমর্যাদা সম্পর্কে কী দৃষ্টিভঙ্গী রাখতেন, সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত উপস্থাপন করছি।

পীর মঞ্জুর মুহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ইন্তেকালের ৬ মাস পূর্বে হযরত পীর মঞ্জুর মুহাম্মদ সাহেব, যিনি কায়েদা ইয়াসসারনাল কুরআনের রচয়িতা, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের নিকট নিবেদন করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইশতেহার ও লেখনী পড়ে আজ আমি বুঝে গেছি, মিঞা সাহেবই প্রতিশ্রুত পুত্র (মুসলেহ মওউদ) (অর্থাৎ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ)। এ কথা শুনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমরা তো পূর্ব থেকেই এ কথা জানি, তুমি কি দেখ না যে, আমরা কত অসাধারণ ভক্তিভরে হযরত মিঞা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করি। পীর সাহেব এ শব্দগুলোই লিখে সত্যায়নের জন্য উপস্থাপন করলে হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) তাতে লিখেন যে, এই কথাগুলি আমি প্রিয় ভাই পীর মঞ্জুর মুহাম্মদ সাহেবকে বলেছি, (এরপর নিচে স্বাক্ষর করেন) নুরুদ্দীন, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৩।

তিনি বলেন, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ সনের সন্ধ্যার পর (অর্থাৎ উপরোক্ত ঘটনার পরের দিন) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ঘরে বিছানায় শায়িত ছিলেন। আমি তাঁর পা মর্দন করছিলাম। কিছুক্ষণ পর কোন কথাবার্তা বা ভূমিকা ছাড়া নিজে থেকেই তিনি বলেন, [অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন,] এ বিষয়টি এখনই প্রকাশ করবে না (অর্থাৎ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদই এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল) বরং যখন বিরোধিতা হবে তখন ছাপিয়ে দিও বা প্রকাশ করো।" (পিসরে মওউদ পৃষ্ঠা: ২৭- মাসিক খালিদ পত্রিকা, মুসলেহ মওউদ সংখ্যা)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর 'মুসলেহ মওউদ'-সংক্রান্ত ঘোষণার পর শিয়ালকোট শহরের রাজি ইয়াকু গ্রামের নম্বরদার ও এক বুযূর্গ শ্রদ্ধেয় গোলাম হোসেন সাহেব তাকে লিখেন-

" আমার প্রিয় নেতা, পথপ্রদর্শক, পথের দিশারী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী মুসলেহ্ মওউদ (আই.)! ৩০ জানুয়ারির আল ফযল পত্রিকা পড়ে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আলহামদুলিল্লাহ্ আমার স্বপ্নও আল্লাহ্ তা'লা সত্য প্রমাণ করেছেন। হুযূর হয়ত জেনে থাকবেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর জীবদ্দশায় এ অধম আল ফযল অফিসে শিয়ালকোট নিবাসী মরহুম শাদি খান সাহেবের উপস্থিতিতে হুযূরকে সাধুবাদ জানিয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছেন যে, খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পর আপনি খলীফা হবেন এবং সফল হবেন আর আপনার প্রতি ওহীও অবতীর্ণ হবে। এই স্বপ্ন আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কেও শুনিয়েছি। এ কথা শুনে হুযূর খুবই আনন্দের সাথে তা সত্যায়ন করেন এবং বলেন, এ কারণেই তার ভীষণ বিরোধিতা আরম্ভ হয়েছে। মরহুম সৈয়্যদ হামেদ শাহ্ সাহেবকেও এই স্বপ্ন শুনিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, হুযূর নিজেও মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করেছেন। [কেননা, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘোষণা করেছেন ১৯৪৪ সনে।] তিনি বলেন, "অন্যথায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর জীবদ্দশাতেই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে আপনি খলীফাতুল্লাহ্ এবং মুসলেহ্ মওউদ। (আল ফযল কাদিয়ান, ২০ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪)

আরেক বুযূর্গ রয়েছেন, তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় সূফি মতিউর রহমান সাহেব বাঙ্গালী। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নামে এক পত্রে লিখেন, (হযরত মুসলেহ মওউদ-সংক্রান্ত ঘোষণার পর তিনি লিখেন) আমি আমার এক স্বপ্ন বর্ণনা করা যথাযথ মনে করি। এই স্বপ্নটি আমি ৩০ বা ২৪ বছর পূর্বে দেখেছিলাম। পূর্বেও একবার হুযূরের সমীপে লিখে পাঠিয়েছি। এখন হুযূরের মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করার পর এ বিষয়ের প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এই স্বপ্নটি এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত। আমি স্বপ্নে দেখি, ঈদের জন্য জনসমাগম ঘটেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অতীব উঁচু একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে সবুজ আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায় খুতবা প্রদান করছেন। খুতবা শেষ হওয়ার পর আমি যখন করমর্দনের জন্য এগিয়ে যাই তখন দেখি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নয় বরং হুযূর আনওয়ার (অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী)। এই স্বপ্ন আমি জনাব ক্যাপ্টেন ড. বদরুদ্দীন সাহেব এবং আমার ভাই বঙ্গ প্রদেশের মুরব্বী জিল্লুর রহমান সাহবের কাছে বর্ণনা করি। মৌলবী জিল্লুর রহমান সাহেব বলেন, তোমাকে হযরত আমীরুল মু'মিনীন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী 'সৌন্দর্যে এবং অনুগ্রহে সে তোমার মত হবে'- এটি দেখানো হয়েছে। (আল ফযল কাদিয়ান, ২ শে আগস্ট, ১৯৪৪) (ভবিষ্যদ্বাণীতে এ শব্দটিও আছে যে, সৌন্দর্য এবং অনুগ্রহে সে তোমার মত হবে।)

অনুরূপভাবে হযরত শেখ মুহাম্মদ ইসমাঈল সারসাভী সাহেবের বর্ণনা রয়েছে যে, আমরা বার বার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, একবার নয় বরং বার বার শুনেছি- তিনি বলতেন, সেই পুত্র যার কথা ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ রয়েছে তিনি মিঞা মাহমুদই। আমরা তাঁর কাছে একথাও শুনেছি যে, তিনি বলতেন- মিয়া মাহমুদের মাঝে এতটা ধর্মীয় আত্মাভিমান রয়েছে যে, আমি অনেক সময় তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করি।"

(আল -হাকাম, ২৮শে ডিসেম্বর, ১০৩৯, মাসিক খালিদ মুসলেহ মওউদ সংখ্যা)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করেন নি। আর যখন তাঁকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার অনুমতি দেওয়া হয় তখন তিনি ঘোষণা করেন। সেই সময় তিনি বলেন, এতে সন্দেহ নেই যে, প্রতিশ্রুত এই পুত্র সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণনা করেছেন এর বেশ কয়েকটির পূর্ণতার কারণে আমাদের জামা'তের অনেকেই বলত, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমারই সম্পর্কে; কিন্তু আমি সর্বদা এ উত্তরই দিতাম যে, খোদা তা'লা আমাকে এমন ঘোষণা করার নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আমি তা করব না। অবশেষে সেই দিন এসে গেল যে দিন আমার মুখে আল্লাহ্ তা'লার এই ঘোষণা করানো অবধারিত ছিল।

(আল ফযল কাদিয়ান, ১৯ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০)

হুশিয়ারপুরের জলসায় ঘোষণার সময় তিনি বলেন, আমি খোদার নির্দেশের অধীনে কসম খেয়ে এই ঘোষণা করছি যে, খোদা তা'লা আমাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর সেই প্রতিশ্রুত পুত্র আখ্যা দিয়েছেন, যার উপর দায়িত্ব ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার।

(আল ফযল কাদিয়ান, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৫৮)

এরপর লাহোরের জলসায় তিনি বলেন, আমি সেই এক-অদ্বিতীয় এবং শাস্তিদানে কঠোর খোদার নামে কসম খেয়ে বলছি, যার নামে কসম খাওয়া অভিশপ্তদের কাজ আর যার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনাকারী তাঁর শাস্তি এড়াতে পারে না– খোদা তা'লা আমাকে এই শহর লাহোরে ১৩ নম্বর টেম্পল রোডে, শেখ বশীর আহমদ এ্যাডভোকেট সাহেবের ঘরে এই সংবাদ দিয়েছেন যে, আমিই 'মুসলেহ্ মওউদ'– সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল আর আমিই সেই মুসলেহ্ মওউদ, যার মাধ্যমে ইসলাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে এবং পৃথিবীতে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। "

(আল ফযল কাদিয়ান, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৫৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'মুসলেহ্ মওউদ'– সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত পুত্রের যে সমস্ত লক্ষণাবলী বর্ণনা করেছেন তার সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন পাওয়া যায়, সেগুলির সংখ্যা ৫২ বা ৫৮টি হবে। যাহোক পঞ্চাশের অধিক লক্ষণাবলী রয়েছে। আর তাঁর এ সব বিশেষত্ব, আপন-পর সকলেই হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর মাঝে কীভাবে দেখেছেন এখন সে কথা উল্লেখ করছি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ইন্তেকালের সময় দামেস্ক নিবাসী সৈয়্যদ আবুল ফার্জ আল হাসানী বর্ণনা করেন-

"হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর ইন্তেকালে আমাদের হৃদয় গভীরভাবে মর্মাহত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়েছে। এটি এমন একটি কষ্ট যা সব আহমদীকে মর্মান্তিকভাবে শোকাহত করেছে। দামেস্কের জামা'ত বিশেষভাবে মর্মাহত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়েছে, কেননা দামেস্কের জামা'ত হুযূর (রা.)-এর সরাসরি রোপিত চারাগাছ, যেটিকে তাঁর পবিত্র হাতই রোপন করেছিল এবং তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতা এতে পানি সিঞ্চন করেছিল। এই চারাগাছ ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সম্পর্কে সত্য বলেছেন যে, বিভিন্ন জাতি তাঁর মাধ্যমে আশিসমণ্ডিত হবে। আমরা তাঁর দোয়া ও স্নেহদৃষ্টির কল্যাণে ঐশী কৃপাভাজন হয়েছি। তিনি বলেন, আমার ভালোভাবে মনে আছে যে, হুযূর (রা.)-এর কাছে দোয়ার অনুরোধ করেলেই আমি তা গৃহীত হওয়ার লক্ষণ জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্পষ্টভাবে অনুভব করেছি। আর 'জ্যোতিঃ আসছে জ্যোতিঃ, যাকে খোদা তা'লা তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভে সুরভিত করেছেন।'– এই ঐশী ওহী তাঁর স্বপক্ষে পুরোপুরি সত্য প্রমাণিত হয়েছে।"

(আল ফযল কাদিয়ান, ১২ই জানুয়ারী ১৯৬৬)

১৯৪৪ সনের ২৭ জুলাই তারিখের আল ফজলে জনাব মুহাম্মদ মুহায়েল সাহেবের একটি স্বপ্নের উল্লেখ পাওয়াযায়। এতে আহমদী মুহাম্মদ মুহায়েল সাহেব কামাল ডেরা থেকে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কাছে তার এক অ–আহমদী আত্মীয় মুহাম্মদ আকরাম সাহেবের নিম্ন লিখিত স্বপ্ন লিখে পাঠিয়েছেন। এই ব্যক্তি তখনো আহমদী ছিলেন না। তিনি লিখেন, ১৯৩৬ সনে হুযূর যখন নওয়াব শাহ্ আসেন, তার এক রাত পূর্বে আমি দেখি যে, নওয়াব শাহ্-এর চত্তরে যে বাজার রয়েছে সেখানে স্টেশনের দিক থেকে পশ্চিম দিকে এক ব্যক্তি সিংহের পিঠে চড়ে আসছে। আমার কাছে আসলে আমি দেখি, তাঁর পবিত্র দেহে কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ আছে। আমি মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করি, ইনি কে? তারা বলে, হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদ কাদিয়ানী। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করি, তিনি কেমন? তারা উত্তর দেয়, পৃথিবীতে তিনি সবচেয়ে বড় ওলীউল্লাহ্। " (আল ফযল কাদিয়ান, ২৭ শে জুলাই, ১৯৪৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার বহিঃপ্রকাশ আল্লাহ্ তা'লা অ-আহমদীদের মুখ দিয়েও করিয়েছেন।

অ-আহমদী এক সম্মানিত আলেম মৌলবী সামিউল্লাহ্ খান ফারুকী পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পূর্বে 'এজহারে হক' নামে একটি নিবন্ধে লিখেন যে, তাঁকে [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে] সংবাদ দেওয়া হয় যে, আমি তোমার জামা'তের জন্য তোমারই বংশ থেকে এক ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান করব এবং তাকে আমার নৈকট্য ও ওহীর মাধ্যমে বিশেষত্ব দিব আর তার মাধ্যমে সত্য উন্নতি লাভ করবে এবং বহু মানুষ সত্য গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ কর এবং বার বার পাঠ কর, এরপর ন্যায়ের সাথে বল যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী কি পূর্ণ হয় নি? যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তখনও বর্তমান খলীফা এক শিশু ছিলেন মাত্র এবং মির্যা সাহেবের পক্ষ থেকে তাকে খলীফা বানানোর কোন প্রকার ওসীয়্যতও করা হয় নি বরং খলীফা নির্বাচন করা সাধারণ মানুষের মতামতের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অতএব অধিকাংশ মানুষ তখন হাকীম নুরুদ্দীন (রা.) কে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করে। সেই সময় বিরোধীরা উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে হাসিঠাট্টাও করেছে। (খলীফা আউয়াল যখন খলীফা নির্বাচিত হন তখন ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে হাসিঠাট্টা করে তারা বলে যে, বলত ছেলে হবে কিন্তু দেখো ছেলে তো (খলীফা) হয় নি।) কিন্তু হাকীম সাহেবের মৃত্যুর পর মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফা মনোনিত হন। (এ কথা একজন অ-আহমদী লিখেছেন, ইনি আহমদী নন।) বস্তুতঃ তাঁর যুগে আহমদীয়াত যতটা উন্নতি করেছে তা আশ্চর্যজনক। স্বয়ং মির্যা সাহেবের যুগে আহমদীদের সংখ্যা খুবই স্বল্প ছিল। খলীফা নুরুদ্দীন সাহেবের যুগেও তেমন কোন উন্নতি হয় নি কিন্তু বর্তমান খলীফার সময় মির্যায়িয়্যত (অর্থাৎ আহমদীয়াত) বিশ্বের প্রায় সকল ভূখণ্ডে পৌঁছে গেছে। আর অবস্থা বলছে যে, আগামী আদমশুমারিতের মির্যায়ী (অর্থাৎ আহমদীদের) সংখ্যা ১৯৩১ সনের এর তুলনায় দ্বিগুণেরও অধিক হবে। অথচ এমন পরিস্থিতিতে যখন কিনা তাঁর যুগে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে আহমদীয়তকে নির্মূল করার জন্য যতটা সুসংগঠিত অপচেষ্টা করা হয়েছে, তা ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। তিনি লিখেন যে, বস্তুত তাঁর বংশধর থেকে ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এক ব্যক্তিকে জামা'তের জন্য দণ্ডায়মান করা হয় এবং তাঁর মাধ্যমে জামা'ত বিস্ময়করভাবে উন্নতি করে,যা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। " (তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:২৮৬-২৮৭)

এরপর ভারতের অমুসলিম এক শিখ সাংবাদিক অর্জুন সিং, যিনি অমৃতসরের রঙ্গিন পত্রিকার সম্পাদক, তিনি স্বীকার করেছেন যে, ১৯০১ সনে যখন বর্তমান খলীফা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব মাত্র এক শিশু ছিলেন তখন মির্যা সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি শুভ সংবাদ দিয়েছেন,

"তোমার এক সন্তান হবে, যে একদিন আমার প্রিয়ভাজন হবে। এই চন্দ্রের মাধ্যমে অন্ধকার দূর করব আর বিশ্বকে অভাবনীয় বিষয়াবলী দেখাব। শুভ সংবাদ কী! এটি তো হৃদয়ের জন্য এক আধ্যাত্মিক খাবার ছিল, পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমার শত্রুকে লাঞ্ছিত করেছেন।"

তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বিস্ময়কর ছিল। ১৯০১ সনে মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ কোন বড় আলেম বা ফাযেলও ছিলেন না আর তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শীতাও ছিল অপ্রকাশিত। তখন এই কথা বলা যে, তোমার এক পুত্র এমন এমন গুণাবলীর অধিকারী হবে– এটি অবশ্যই কোন আধ্যাত্মিক শক্তির প্রমাণ বহন করে। এ কথা বলা যেতে পারে যে, মির্যা সাহেব যেহেতু দাবি করার মাধ্যমে এক আসনের ভিত্তি রেখে দিয়েছিলেন তাই তাঁর হয়ত এ ধারণা হতে পারতো যে, আমার পর আমার স্থলাভিষিক্তের মুকুট আমার ছেলের মাথায়ই শোভা পাবে কিন্তু এই ধারণা ভুল, কেননা মির্যা সাহেব খিলাফতের জন্য এই শর্ত আরোপ করেন নি যে, খলীফা অবশ্যই মির্যা সাহেবের বংশ এবং তাঁর সন্তানসন্ততি থেকেই নির্বাচিত হতে হবে। যেমন প্রথম খলীফা এমন এক ব্যক্তি মনোনীত হয়েছেন যার সাথে মির্যা সাহেবের পরিবারের কোন সম্পর্ক ছিল না। এরপর খলীফা আউয়াল মৌলভী হাকীম নুরুদ্দীন সাহেবের পর অন্য কোন ব্যক্তির খলীফা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ছিল। সুতরাং এক্ষেত্রেও লাহোরী জামা'তের আমীর মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব প্রত্যাশী ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদকে সমর্থন করেন, এর ফলে তিনি খলীফা নিযুক্ত

হন। তিনি লিখেন, এখন প্রশ্ন হলো– বড় মির্যা সাহেবের মাঝে যদি কোন আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ না করে থাকত তাহলে তিনি এটি কীভাবে অবগত হলেন যে, আমার এক পুত্র এমন সব গুণের অধিকারী হবে। মির্যা সাহেব যখন উপরোক্ত ঘোষণা করেন তখন তাঁর তিন পুত্র ছিল, তিনি তিন জনের জন্যেই দোয়া করতেন কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী কেবল একজন সম্পর্কে ছিল। আর আমরা দেখি যে, বাস্তবেই সেই একজন এমন প্রমাণিত হয়েছেন, যিনি পৃথিবীতে এক অসাধারণ পরিবর্তন সাধন করেছেন।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৬-২৮৮)

তখন জামা'তের অবস্থা যেমন ছিল, পৃথিবীতে বিদ্যমান যে সব মাধ্যম ছিল, জামা'তের যেসব উপায়-উপকরণ বা মাধ্যম ছিল তা আজকের মত ছিল না। যদিও আজও আমাদের হাতে পর্যাপ্ত উপায় ও উপকরণ নেই তথাপি পূর্বের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেই অবস্থাতেও আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থনে পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশের অধিক দেশে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে, আর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় সকল মহাদেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ–সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইসলামের বিস্তার লাভ এবং তাঁর সংকল্পবদ্ধতার পরিণাম ছিল।

এছাড়াও প্রতিশ্রুত পুত্রের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল– 'ইসলাম ধর্মের সম্মান এবং খোদার বাণীর মর্যাদা মানুষের সামনে প্রকাশিত হওয়া।' উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ মুসলমান নেতা এবং অগ্নীগর্ভ কবি মৌলবী জাফর আলী সাহেব, যিনি জমিদার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকৃত সত্য মেনে নিয়ে নিজের লোকদের সম্বোধন করে বলেন, কান খুলে শোন! তোমরা এবং তোমাদের সাঙ্গপাঙ্গরা কিয়ামত পর্যন্তও মির্যা মাহমুদের মোকাবেলা করতে পারবে না। মির্যা মাহমুদের কাছে কুরআন আছে এবং কুরআনের জ্ঞান আছে, তোমাদের কাছে এমন কী আছে? .....তোমরা তো স্বপ্নেও কখনো কুরআন পড় নি।..... মির্যা মাহমুদের কাছে এমন জামা'ত আছে যারা তাঁর এক ইশারায় তন-মন-ধন তাঁর পদতলে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। মির্যা মাহমুদের কাছে মুবাল্লেগ আছে, বিভিন্ন জ্ঞানের বিশেষজ্ঞ রয়েছে। বিশ্বের সকল দেশে তিনি পতাকা উড্ডীন করে রেখেছেন।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৮ থেকে সংকলিত)

প্রতিশ্রুত পুত্র সম্পর্কে একটি প্রতিশ্রুতি এও ছিল যে, তিনি ধীমান এবং দৃঢ় প্রত্যয়ী হবেন আর তাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হবে। ভারতের প্রসিদ্ধ সূফি খাজা হাসান নিজামী দেহলভী তাঁর (অর্থাৎ হযরত মুসলেহ মওউদের) লেখনী সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "অধিকাংশ সময় তিনি অসুস্থ থাকেন; কিন্তু রোগ তাঁর কর্মতৎপরতা ও একাগ্রতার পথে কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। তিনি প্রবল বিরোধিতার তুফানের মুখে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে স্বীয় মুগলসুলভ বীরত্ব প্রমাণ করেছেন আর এটিও প্রমাণ করেছেন যে, মোঘলরা নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শী। আর রাজনৈতিক দুরদর্শীতা ও বিচক্ষণতাও রাখে এবং ধর্মীয় বোধ-বুদ্ধিতেও সমৃদ্ধ আর সেই সাথে যুদ্ধ কৌশলও জানে। অর্থাৎ তিনি মেধা এবং কলমের যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৮)

প্রতিশ্রুত পুত্র সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, 'তিনি বন্দীদের মুক্তির কারণ হবেন।' এই ভবিষ্যদ্বাণীও বিভিন্নভাবে পূর্ণ হয়েছে আর এমনভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে যে, মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়। কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন এর সাক্ষী। কেননা, এই আন্দোলনের সফলতার কৃতিত্ব অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটির। আর প্রসিদ্ধ এই কমিটি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর আহ্বান এবং পাক-ভারতের বড় বড় মুসলিম নেতৃবৃন্দ স্যার জুলফিকার আলী খান, ড. স্যার মুহাম্মদ ইকবাল, খাজা হাসান নিজামী দেহলভী, সিয়াসত পত্রিকার সম্পাদক সৈয়্যদ হাবীব ও প্রমূখের পরামর্শে ১৯৩১ সনের ২৫ জুলাই শিমলায় প্রতিষ্ঠিত হয় আর এর সভাপতিত্বের দায়িত্ব খলীফা সানীর হাতে ন্যস্ত করা হয়। তাঁর সফল নেতৃত্বের ফলে কাশ্মীরের মুসলমানরা অচিরেই স্বাধীন জীবনযাপনের সুযোগ পায় এবং তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যারা দীর্ঘ দিন থেকে ন্যূনতম মৌলিক মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়ে দাসত্বের জীবন যাপন করছিল। রাজ্যে প্রথমবার সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয় আর বক্তৃতা এবং লেখনীর স্বাধীনতার পাশাপাশি তারা যথোচিত প্রতিনিধিত্বের অধিকার লাভ করে। এই প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ মওউদের মহান অবদানের কথা স্বীকার করে মুসলিম পত্রপত্রিকায় তাঁকে সাধুবাদ জানাতে গিয়ে এতদূর লেখা হয়েছে যে, "কাশ্মীরের অবস্থা যে যুগে অত্যন্ত সঙ্গীন ও শোচনীয় ছিল আর তখন যারা ধর্মীয় মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মির্যা সাহেবকে সভাপতি মনোনীত করেছিলেন তারা কর্মের সাফল্যকে দৃষ্টিতে রেখে সর্বোত্তম নির্বাচন করেছিলেন। সে সময় যদি ধর্মীয় মতবিরোধের কারণে মির্যা সাহেবকে মনোনীত না করা হতো তাহলে আন্দোলন পুরোপুরি ব্যর্থ হতো আর উম্মতে মুসলেমাহ্‌র ভয়াবহ ক্ষতি হতো।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৯)

মৌলানা মুহাম্মদ আলী জওহর সাহেব যিনি অনেক বড় রাজনীতিবিদ ও বড় আলেম ছিলেন, তিনি হামদর্দ পত্রিকায় ১৯২৭ সনের ২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লেখেন যে, জনাব মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ এবং তাঁর এই সুসংগঠিত জামা'তের কথা যদি এভাবে উল্লেখ না করা হয় তাহলে এটি অকৃতজ্ঞতা হবে, যারা ধর্মীয় বিশ্বাসগত মতভেদের ঊর্ধ্বে গিয়ে সমস্ত মনোযোগ সকল মুসলমানের কল্যাণের জন্য নিবেদন করেছে। এসব শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিরা একদিকে যেখানে মুসলমানদের রাজনীতিতে আগ্রহ প্রকাশ করছে অপর দিকে তারা মুসলমানদের সংগঠন, তবলীগ এবং ব্যাবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অসাধারণ চেষ্টা ও পরিকল্পনার কাজে নিয়োজিত। সেই সময় দূরে নয় যখন এই সুশৃঙ্খল জামা'তের কর্মপন্থা মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণির জন্য মোটের ওপর আর বিশেষ করে এমন সব ব্যক্তির জন্য যারা মসজিদের গম্বুজ থেকে ইসলাম সেবার বড় বড় বুলি আওড়ায় আর তুচ্ছ দাবির মনমানসিকতা রাখে তাদের জন্য আলোকবর্তিকা প্রমাণিত হবে।"

(মাসিক খালিদ পত্রিকা, মুসলেহ মওউদ সংখ্যা, জুন-জুলাই: ২০০৮)

তিনি বলেন, মৌলভীরা শুধু মিম্বরে বসে দাবি করে আর এরা কাজ করে।

এরপর কুরআনের এক প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সের আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী যিনি 'সিদকে জাদীদ' পত্রিকার সম্পাদক, তিনি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর মৃত্যু বৃত্তান্ত তুলে ধরেন, যাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কুরআন সেবার প্রতি সাধুবাদ জানাতে গিয়ে লিখেন, 'কুরআন ও কুরআনী জ্ঞানের বিশ্বময় প্রচার এবং তাঁর দীর্ঘ জীবনে বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে ইসলাম প্রচারের জন্য যে চেষ্টা ও প্রচেষ্টা তিনি চালিয়ে গেছেন এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাকে উত্তম পুরস্কার দিন। জ্ঞানের আলোকে কুরআনের সত্যতা এবং তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ যে তফসীর, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তিনি করে গেছেন এরও এক সুমহান ও অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে।"

(সিদকে জাদীদ, লখনউ, ১৮ নভেম্বর, ১৯৬৫)

একবার আমেরিকান এক পাদ্রী কাদিয়ান আসে। এটিও তাঁর জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত। এটি ১৯১৪ সনের কথা। সেই ব্যক্তি কতক আহমদীর সামনে কিছু ধর্মীয় প্রশ্ন রাখে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, একই সাথে সে আরো বলে– আমেরিকা থেকে আমি এ পর্যন্ত এসেছি আর এ প্রশ্নগুলো আমি আরো অনেক আলেমকে করেছি,কিন্তু এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন উত্তর পাই নি। এখানে আমি আপনাদের খলীফাকে এ প্রশ্নগুলো করতে এসেছি। দেখি তিনি কী উত্তর দেন! শিমলার মৌলবী উমর দ্বীন সাহেব বর্ণনা করেন, প্রশ্ন এত জটিল এবং এত অদ্ভুত প্রকৃতির ছিল যে, তা শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, হুযূর এখনো যুবক মাত্র আর রীতিমত ধর্মীয় জ্ঞানও তিনি অর্জন করেন নি, বয়সও কম আর অভিজ্ঞতাও খুব কম, তাই এসব প্রশ্নের উত্তর তিনি আদৌ দিতে পারবেন না। আর এভাবে জামা'তে আহমদীয়ার দুর্নাম ও সম্মানহানি হবে। সারা পৃথিবীতে জামা'তের সম্মানহানি হবে। হযরত সাহেব যদি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন তাহলে আমেরিকান এই পাদ্রী ফিরে গিয়ে সারা পৃথিবীতে অপপ্রচার করবে যে, আহমদীদের খলীফা কিছুই জানে না আর খ্রিষ্টধর্মের মোকাবেলায় আদৌ দাঁড়াতে পারে না। তিনি কেবল নামের খলীফা, কোন জ্ঞানই নেই (এটি মৌলভী সাহেবের ধারণা ছিল)। এহেন পরিস্থিতিতে আমি খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম। আমি চেষ্টা করি, আমেরিকান পাদ্রী যেন হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ না করেই ফিরে যায়; কিন্তু এ চেষ্টায় আমি ব্যর্থ হই। আর সাক্ষাত করেই যাবে বলে জেদ ধরে বসেছিল। নিরুপায় হয়ে আমি হুযূরের কাছে যাই এবং বলি যে, একজন আমেরিকান পাদ্রী এসেছে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চায়, কী করব এখন? হুযূর কালক্ষেপণ না করে বলেন, তাকে ডেকে পাঠাও। তাই আমি তাকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হই, তাদের উভয়ের মাঝে আমিই অনুবাদক ছিলাম। তিনি বলেন, আমেরিকান পাদ্রী প্রথাগত কিছু কথা বলার পর তার প্রশ্ন হুযূরের সমীপে উপস্থাপন করেন। আমি হুযূরকে এর অনুবাদ শুনিয়ে দিই। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) পরম শান্তচিত্তে প্রতিটি প্রশ্ন শুনেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে এমন সন্তোষজনক উত্তর দেন যে, আমি শুনে আশ্চর্য হয়ে যাই। আমার আদৌ বিশ্বাস ছিল না যে, হুযূর এসব প্রশ্নের এমন তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ

এবং অনন্য উত্তর দিতে পারবেন। আমি যখন এসব উত্তর ইংরেজী ভাষায় আমেরিকান পাদ্রীকে শুনাই সেও হতভম্ব হয়ে যায় আর বলে, আমি আজ পর্যন্ত এমন যৌক্তিক এবং প্রমাণ সমৃদ্ধ বক্তৃতা কারো মুখে শুনি নি। মনে হয় তোমাদের খলীফা অনেক বড় একজন আলেম আর ধর্ম জগতের ওপর তাঁর খুবই গভীর দৃষ্টি রয়েছে। এটি বলে সে পরম শ্রদ্ধার সাথে হুযূরের হাতে চুমু দিয়ে ফিরে যায়।

(মাসিক খালিদ পত্রিকা, মুসলেহ মওউদ সংখ্যা, জুন-জুলাই: ২০০৮)

১৯৪৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লাহোরের আহমদীয়া হোস্টেলে 'ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা' সম্পর্কে একটি অসাধারণ বক্তৃতা প্রদান করেন। জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। বক্তৃতার পর জলসার সভাপতি লালা রামচন্দ্র মুচান্দা সাহেব এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন, আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করি, কেননা আমি এমন মূল্যবান বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য পেয়েছি। আহমদীয়া আন্দোলন উন্নতি করছে আর উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করছে, এজন্য আমি আনন্দিত। আপনারা এখন যে বক্তৃতা শুনেছেন তাতে অত্যন্ত মূল্যবান এবং নতুন অনেক কথা হুযূর বর্ণনা করেছেন। এ বক্তৃতায় আমার অনেক লাভ হয়েছে। আমি মনে করি আপনারাও এসব মূল্যবান তথ্য থেকে উপকৃত হয়েছেন। এতেও আমি খুবই আনন্দিত যে, এ জলসায় কেবল মুসলমানই নয় বরং অমুসলিমরাও যোগ দিয়েছে আর আমি এতেও আনন্দিত যে, মুসলমান এবং অমুসলিমদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটছে। আহমদীয়া জামা'তের অনেক সম্মানিত বন্ধুর সাথে আমার মতবিনিময়ের সুযোগ হয়েছে। এই জামা'ত ইসলামের সেই তফসীর এবং ব্যাখ্যা করে যা এদেশের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। পূর্বে আমি মনে করতাম আর এটি আমার ভ্রান্তিই ছিল যে, ইসলামী আইন কেবল মুসলমানের অধিকারের কথাই বলে, অমুসলিমদের প্রতি সম্পূর্ণভাবে ভ্রুক্ষেপহীন, কিন্তু আজ জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা থেকে জানতে পারলাম যে, ইসলাম সকল মানুষের মাঝে সাম্যের শিক্ষা দেয়, এটি শুনে আমি খুবই আনন্দিত। আমি অমুসলিম বন্ধুদেরকে বলব যে, এমন ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শনে আপনাদের সমস্যা কোথায়? আপনারা যতটা নিষ্ঠা এবং নীরবতার সাথে আড়াই ঘন্টা ধরে হুযূরের বক্তৃতা শুনেছেন, যদি কোন ইউরোপিয়ান এটি দেখত তাহলে সে এটা ভেবে আশ্চর্য হতো যে, ভারত এতটা উন্নতি করে ফেলেছে! আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, আপনারা নীরবতার সাথে শালীনভাবে বক্তৃতা শুনেছেন। আর একই সাথে আমি আমার এবং আপনাদের সবার পক্ষ থেকে হযরত ইমাম জামা'তে আহমদীয়ার প্রতি বারংবার এবং লক্ষ লক্ষ কৃতজ্ঞতা জানাব যে, তিনি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদেরকে উপকৃত করেছেন।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১০ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৪৯৫-৪৯৬)

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের প্রধান জনাব আখতার উরনভী সাহেব এম. এ. , একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি বিভাগের সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রফেসর আব্দুল মান্নান ভেদল সাহেবের তফসীরে কবীর সম্পর্কে নিজের এক চাক্ষুস অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বলেন, আমি এক এক করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর তফসীরে কবীরের কয়েকটি খণ্ড পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি বিভাগের প্রধান আর পাটনা নৈশ কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপাল প্রফেসর আব্দুল মান্নান ভেদল সাহেবের সকাশে উপস্থাপন করি। এইসব তফসীর পড়ে তিনি এতটাই প্রভাবিত হন যে, তিনি পাটনার আরবী মাদ্রাসা সামসুল হুদা-র শেখ বা আলেমদেরকেও এই তফসীরের কতক খণ্ড পাঠ করার জন্য দেন এবং একদিন বেশ কয়েকজন শেখ বা আলেমকে ডেকে তাদের মতামত জানতে চান। (কুরআন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, কুরআনের জ্ঞানেও তাঁকে সমৃদ্ধ করা হবে।) একজন আলেম বলেন যে, ফার্সি তফসীরগুলোর মধ্যে এমন তফসীর পাওয়া যায় না। প্রফেসর আব্দুল মান্নান সাহেব জিজ্ঞেস করেন যে, আরবী তফসীর সম্পর্কে আপনার মত কি? আলেমবর্গ নীরব থাকেন। কিছুক্ষণ পর তাদের একজন বলেন যে, পাটনায় সব আরবী তফসীর পাওয়া যায় না, মিশর ও সিরিয়ার সব আরবী তফসীর পাঠ করার পরই সঠিক মতামতে উপনীত হওয়া সম্ভব। প্রফেসর সাহেব প্রাচীন আরবী তফসীর নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন আর বলেন যে, মির্যা মাহমুদের তফসীরের মত উন্নত মানের তফসীর কোন ভাষায় পাওয়া যায় না। আপনারা মিশর এবং সিরিয়া থেকে আধুনিক তফসিরও আনিয়ে নিন আর কয়েক মাস পর আমার সাথে কথা বলবেন। এতে আরবী এবং ফারসি ভাষার আলেমেরা হতভম্ব হয়ে যায়।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ১০ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১৫৮-১৫৯)

জ্ঞানের জগতে হুযূরের জাদুময় ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সাখখারের কুরাইশী আব্দুর রহমান সাহেব বলেন সাখখারে অবস্থানকালে হুযুরের সব বন্ধু তাদের অ-আহমদী বন্ধুদেরকে হুযূরের সাথে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে আসত। আমার এক বন্ধুকে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে আসি,যে প্রায় সময় জ্ঞানের বড়াই করত। আমি তাকে অধিবেশনে নিয়ে যাই যেখানে হুযূর উপবিষ্ট ছিলেন, বন্ধুরা বিভিন্ন প্রশ্ন করত আর হুযূর উত্তর দিতেন; কিন্তু সেই ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নীরবই থাকে। অধিবেশনের সমাপ্তিতে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনি কোন প্রশ্ন করলেন না? সেই ব্যক্তি অবলীলায় উত্তর দেয় যে, এখানে কথা বলা নিজেকে লজ্জিত করার মত বিষয়। সে চরম বিরোধী ছিল; কিন্তু হুযূরের আলোচনা এতটা প্রভাব বিস্তারী ছিল যে, সে বলে, আমি তো এটাই ভাবছিলাম যে, এখান থেকে ঈমান বাঁচিয়ে বের হতে পারাই বড় বিষয়, প্রশ্ন করা তো দূরের কথা।

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৫৫৩)

সাপ্তাহিক একটি পত্রিকা 'পারেস'-এর সম্পাদক লালা করম চাঁদ কয়েকজন সাংবাদিকসহ কাদিয়ান যান আর হুযূর (রা.)-এর ব্যক্তিত্বে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে ফিরেন এবং নিজ পত্রিকায় এ সম্পর্কে প্রবন্ধও লিখেন। তিনি বলেন, আমরা তো জাফরুল্লাহ্ খানকে অনেক বড় মানুষ মনে করতাম, (চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব তখন ভাইস রয় এর নির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন) কিন্তু মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের সামনে তার অবস্থান ছিল মক্তবের এক শিশুর ন্যায়। প্রতিটি বিষয়ে তিনি তার চেয়ে উত্তম দৃষ্টিভঙ্গী রাখেন (অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পদমর্যাদা অনেক উচ্চ এবং উন্নত মতামত ও উত্তম যুক্তি উপস্থাপন করেন) আর তার ভিতর অশেষ সাংগঠনিক দক্ষতা রয়েছে। তিনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি খুব সহজেই কোন রাজ্যকে উন্নতির পরমমার্গে নিয়ে যেতে পারেন। (সোয়ানেহ ফযলে উমর, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৫৫৮)

জ্ঞানপিপাসু এক বন্ধু কাদিয়ানের জলসায় যোগদান করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এবং তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আরেকটি বিষয় যা আমি গভীর মনোযোগ সহকারে দেখেছি তা হলো- পুরো দল, পুরো জামা'ত আর পুরো ভিড় এবং পুরো গোষ্ঠি সেই পবিত্রাত্মা খলীফার এক ছোট আঙ্গুলের ইশারায় পরিচালিত হচ্ছিল। জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম সম্পর্কে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এই ব্যক্তি লেখনী সম্রাট, মহান বক্তা এবং সাংগঠনিক জগতে এক অসাধারণ গভর্ণরও বটে। (সোয়ানেহ ফযলে উমর, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৫৩৮)

তফসীরে কবীরের ৩য় খণ্ড পাঠ করার পর আল্লামা নিয়াজ ফতেহপুরী সাহেব বলেন, 'তফসীরে কবীরের ৩য় খণ্ড আজকাল আমার সামনে রয়েছে এবং আমি গভীর দৃষ্টিতে তা দেখছি। এতে সন্দেহ নেই যে, কুরআন অধ্যয়নের একটা সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক তিনি সৃষ্টি করেছেন আর এই তফসীরের ধরন পূর্বের সব তফসীর থেকে পৃথক, যাতে যৌক্তিক, ধর্মীয়, শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের খুব সুন্দর সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা সমুদ্রতুল্য, দৃষ্টির ব্যপকতা, অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও চিন্তাশীলতা এবং যুক্তিপ্রমাণের সৌন্দর্য তাঁর প্রতিটি শব্দ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। আমার আক্ষেপ, আমি কেন এতদিন এ সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম? আমি যদি এর সবগুলি খণ্ড পড়তে পারতাম! গতকাল সূরা হুদের তফসীরে হযরত লুত (আ.) সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পাঠ করে হৃদয় গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছে আর অবলীলায় এটি লিখতে বাধ্য হয়েছি যে, 'হাউলায়ে বানাতি'-র তফসীর করতে গিয়ে সাধারণ মুফাসসের থেকে পৃথক আলোচনার যে পন্থা তিনি অবলম্বন করেছেন, তার প্রশংসা করার সাধ্য আমার নেই। খোদা তাঁকে দীর্ঘায়ূ দান করুন। (তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, ভূমিকা)

অতএব, আপন-পর সকলেরই হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সম্পর্কে যেই মতামত এবং অভিব্যক্তি রয়েছে, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে গভীর প্রভাব তাদের ওপর পড়ত আর তার বিশেষত্বের ধারণা এবং জ্ঞান লাভ করার পর সবাই হতভম্ব হয়ে যেত। এগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতারই স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। আজকাল যেসব জলসা হচ্ছে তাতে ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ এবং তাঁর অবদানের কথা শুনে, যেখানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর আধ্যাত্মিক মর্যাদার ক্রমোন্নতির জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত, সেখানে আমাদের নিজেদের অবস্থাও খতিয়ে দেখা উচিত যে, জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তির আহমদীয়াতের উন্নতির জন্য এক দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নিজের সকল শক্তি সামর্থ্য এবং যোগ্যতাকে শানিত করা এবং সেটিকে ব্যবহারের জন্য কাজে রূপায়িত করা আবশ্যক। আমরা যদি এটি করি, তাহলে আমরা নিজেদের জীবনেই আহমদীয়াতকে পূর্বের চেয়ে বেশি উন্নতি করতে দেখব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের কাছে এটিই সময়।

HVIDOVRE মিউনিসিপালিটির মেয়র এবং তাঁর কাউন্সিলরদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত অনুষ্ঠান

আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ থেকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধান হবে।

যারা উগ্রতাপ্রিয়, তাদের উগ্রতার বাণী সাময়িকভাবে হয়তো কিছুটা আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু দীর্ঘকাল তার সেই আকর্ষণ বজায় থাকতে পারে না।

পশ্চিমা দেশসমূহে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা এমন চরমে পৌঁছেছে যে, মানুষ একে অপরকে নিয়ে উপহাস করে। ব্যঙ্গচিত্র তৈরী করে উপহাস করে আর অপরদিকে মুসলিম বিশ্বে এমন 'স্বাধীনতা' রয়েছে যে, আমরা নিজেকে মুসলমান বলেও পরিচয় দিতে পারি না। ধর্মের নামে হত্যা ও তান্ডব চলছে।

ইসলামের শিক্ষা হল ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই। ধর্মের সম্পর্ক খোদার হাতে। ধর্মের বিষয়ে তিনিই সিদ্ধান্ত নিবেন। মানুষের উচিত পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মানবীয় মূল্যবোধ, এর বিষয়ে যত্নবান থাকুন। ধর্মের বিষয়টি খোদার উপর ছেড়ে দিন। ধার্মিকরা যদি একে অপরকে হত্যা করে, তবে কে কোন ধর্মের উপর চলবে? তবে ধর্মের লাভ কি? একে অপরকে হত্যা করতে করতে সকলেই মারা যাবে।

আমরা যদি এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি যে, আমরা সকলে মানুষ এবং মানবীয় মূল্যবোধ বজায় রাখতে হবে এবং পরস্পরকে সম্মান করতে হবে, তবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

একথা ঠিক যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে, অভিব্যক্তি এবং প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে; কিন্তু এই স্বাধীনতা যদি অপরের ভাবাবেগকে আহত করে তবে সেক্ষেত্রে একটি সীমারেখা টেনে দিতে হবে। কোন উপায় বের করতে হবে। একমাত্র তবেই শান্তি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

ক্যাথলিক পোপ বলেছিলেন, যদি কেউ আমার প্রিয় বন্ধুর মাকে গালি দেয়, তবে সে যেন আমার কিল-ঘুসি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। খৃষ্টানদের উচিত পোপের কথা মেনে চলা। পোপ মানুষের ভাবাবেগকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। আমি মনে করি, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি খৃষ্টধর্মের শিক্ষা মেনে চলছেন।

রিপোর্ট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন

অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

৪ঠা মে, ২০১৬

আজ হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশ ডেনমার্ক এবং সুইডেন সফরে রওনা হন।

২০০৫ সালে জার্মানীর সফর পূর্ণ করার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০০৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর প্রথম ডেনমার্ক সফরে আসেন।

২০১১ সালে হুযুর আনোয়ার জার্মানী সফরে হ্যামবার্গে অবস্থানকালে ৯ই অক্টোবর কেবল একদিনের জন্য ডেনমার্কের দক্ষিণে অবস্থিত নাকসোভ শহরে পদার্পণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও এখানে বসবাসকারী আলবেনিয়ান এবং কোসোভো শহরের আহমদী সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে ডেনমার্কের এই সফরের একটি বিশেষত্ব হল কোপেনহেগানের 'নুসরাত জাহাঁ মসজিদ', একটি নতুন মিশন হাউস , অফিস ভবন, প্রশস্ত হলঘর, লাইব্রেরী এব যে গেস্ট হাউস তৈরী হয়েছে এই সফরে সেগুলির উদ্বোধন হবে।

ডেনমার্কের এই আশিসমন্ডিত সফর আরম্ভ হয় ২০১৬ সালের ৪ঠা মে। দুপুর সাড়ে বারোটায় হুযুর আনোয়ার (আই.) নিজের বিশ্রামকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। হুযুরকে বিদায় জানাতে জামাতের সদস্যবৃন্দ ফযল মসজিদ প্রাঙ্গণে একত্রিত হয়েছিলেন। হুযুর দোয়া করানোর পর হাত তুলে সকলকে 'আসসালামো আলাইকুম বলে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এয়ারপোর্টে আসার পূর্বেই মালপত্র বুকিং, বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ এবং ইমিগ্রেশনের কাজ বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

বেলা একটা দশ মিনিটে হুযুর আনোয়ার এয়ারপোর্টে পৌঁছান। প্রোটোকল অফিসার হুযুর আনোয়ার (আই.)কে স্বাগত জানায় এরপর হুযুর আনোয়ার বিশেষ লাউঞ্জে আসেন।

যুক্তরাজ্যের আমীর রফিক হায়াত সাহেব, মাননীয় ইখলাক আহমদ সাহেব (ওকালত তবশীর, লন্ডন) সাহেবযাদা মির্যা ওয়াকাস আহমদ সাহেব, (সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্য) এবং মাননীয় সৈয়্যদ মহম্মদ আহমদ নাসের সাহেব (বিশেষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত নায়েব অফিসার) এয়ারপোর্টে হুযুর আনোয়ার (আই.) কে বিদায় জানানোর জন্য সঙ্গে এসেছিলেন।

দুপুর ২টা দশ মিনিটে হুযুর আনোয়ার বিমানে ওঠার জন্য লাউঞ্জ থেকে বের হন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর গাড়ি একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে বিমানের কাছে নিয়ে আসা হয় এবং প্রোটোকল অফিসার হুযুর আনোয়ার (আই.) কে বিমানে বসানোর পর ফিরে যান।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এর 818 BA দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে ডেনমার্কের কোপেনহেগান এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

১ ঘন্টা ৫০ মিনিটের যাত্রার পর ডেনমার্কের স্থানীয় সময় অনুসারে ৫টা ২৫ মিনিটে বিমান কোপেনহেগনে অবতরণ করে। এই নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) তৃতীয় বার ডেনমার্কের মাটিতে পদার্পণ করেন।

ডেনমার্কের সময় ব্রিটেনের সময় থেকে একঘন্টা এগিয়ে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বিমান থেকে বেরিয়ে আসা মাত্রই প্রোটোকল অফিসারের সঙ্গে ডেনমার্কের মুবাল্লিগ এবং সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া মাননীয় মহম্মদ আকরম মাহমুদ সাহেব অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে আসেন এবং করমর্দন করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর গাড়ি প্রোটোকল অনুসারে বিমানের কাছে পার্ক করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) গাড়িতে বসে কোন ইমিগ্রেশন প্রসেস ছাড়াই জামাতের কেন্দ্র নুসরাত জাহাঁ মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

৬টা পনেরো মিনিটে হুযুর আনোয়ার নুসরাত জাহাঁ মসজিদে পদার্পণ করেন। জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা হুযুরকে অভ্যর্থনা জানায়। কচিকাচাদের একটি দল আগমণী গীত পরিবেশন করে। হুযুর আনোয়ার হাত তুলে সকলের অভিবাদন স্বীকার করেন।

আজকের দিনটি ডেনমার্কের জামাতের জন্য বড়ই হর্ষ-উল্লাস ও কল্যাণের দিন। হুযুরের পবিত্র পদধুলি পড়েছে তাদের দেশে। আল্লাহ্ তা'লা এটি ডেনমার্কের জামাতের জন্য অশেষ কল্যাণের কারণ করুন।

সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) নুসরাত মসজিদে যোহর আসরের নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর তিনি নির্মীয়মাণ মিশন হাউস এবং জামাতের অন্যান্য বিল্ডিংগুলি ঘুরে দেখেন।

এই নতুন কমপ্লেক্সে মসজিদ নুসরাত জাহাঁ সংলগ্ন স্থানে লাইব্রেরী, অফিস, আটটি ওয়াশরুম, দুটি বারান্দা এবং একটি জামাতী রান্নাঘর নির্মিত হয়েছে। নীচের তলায় লাজনাদের নামাযের জন্য সেন্টার নির্মিত হয়েছে যার আয়তন হল ২১০ বর্গ মিটার। এছাড়াও লাজনাদের অফিস এবং সাউন্ড সিস্টেমের জন্য কক্ষ এবং একটি টেকনিক রুম রয়েছে। ১৯৯৯ সালে মসজিদের সামনে রাস্তার অপর প্রান্তে অবস্থিত একটি পুরোনো এবং জরাজীর্ণ ভিলা ক্রয় করা হয়েছিল। এই বিল্ডিংটি ভেঙ্গে এখানে ৩৬৩ বর্গ মিটার একটি বেসমেন্ট তৈরী করা হয়েছে। এখানে রয়েছে আটটি অফিস, ১৮০ ব.মি. একটি প্রশস্ত হলঘর এবং একটি স্টোর।

এই বেসমেন্টের উপরে ১২০ ব.মি আয়তনের একটি মুরুব্বী হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও দুটি কামরা এবং রান্নাঘরের সুবিধা রয়েছে। এইরূপে ভিলায় মোট ৭২৭ ব.মিটারের

ভবন নির্মাণ হয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে ১২০৯ বর্গমিটারের নতুন নির্মাণ কাজ হয়েছে। পুরো ভবনটি মোটের উপর অত্যন্ত দৃষ্টি নন্দন। পরিদর্শনের সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদ সংলগ্ন অফিস এবং লাইব্রেরী ঘুরে দেখার পর নীচে লাজনা হলে আসেন। সেখানে উপস্থিত ডেনমার্কের আমীর সাহেব বলেন, হলঘরের একটি অংশ মসজিদ থেকে সামনে বেরিয়ে রয়েছে। এই কারণে হলঘরের দেওয়ালে একটি চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়েছে যাতে এর পিছনে নামায পড়া হয়। এবিষয়ে হুযুর আনোয়ার দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেন: কেবল চিহ্ন দিয়ে রাখাই যথেষ্ট নয়, যথারীতি একটি বাধা থাকা উচিত যা নির্দেশ দিবে যে এর পিছনেই থাকতে হবে। এরপর হুযুর আনোয়ার বিল্ডিংয়ের বাইরের দিকও ঘুরে দেখেন এবং ডেনমার্কের আমীর সাহেবের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান। এরপর হুযুর আনোয়ার বেসমেন্টের সেই অংশের দিকে যান যেখানে আটটি অফিস ও একটি বড় হলঘর নির্মাণ করা হয়েছে। অফিস পরিদর্শনের পর হুযুর হলঘরে আসেন যেখানে মহিলার তাঁর আগমণের জন্য অধীর হয়েছিল। হুযুরের দর্শনের পর কচিকাচাদের দল সমবেত স্বরে দোয়া সংবলিত একটি নযম পরিবেশন করে। হুযুর বাচ্চাদেরকে চকলেট উপহার দেন। গেস্ট হাউস পরিদর্শনের পর হুযুর আনোয়ার বিশ্রাম কক্ষে ফিরে যান।

ডেনমার্কে জামাতের মিশনের গোড়াপত্তন হয় ১৯৫৮ সালে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে। সেই সময় সৈয়্যদ কামাল ইউসুফ সাহেব মুবাল্লিগ হিসেবে প্রথম সুইডেন থেকে ডেনমার্কে আসেন। সেই জামাত এতটাই আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল যে, তিনি রাস্তায় গাড়িতে লিফ্ট চেয়ে চেয়ে পুরো যাত্রা সম্পন্ন করেন। তিনি কিছু কাল ইয়ুথ হোস্টেলে ছিলেন। পরে ফ্যামিলি গেস্ট হিসেবে বিভিন্ন বাড়িতে থাকেন।

ডেনমার্কের প্রথম স্থানীয় আহমদী হলেন আব্দুস সালাম মেডিসন সাহেব। তিনি ১৯৫৮ সালে বয়াত করেন। তিনি কুরআন করীমের ডেনিশ অনুবাদ করেছেন এবং সাম্মানিক মুবাল্লিগ হিসেবে খিদমত করার তৌফিক লাভ করেছেন।

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগনে স্ক্যান্ডেনেভিয়ার সর্বপ্রথম মসজিদ নুসরাত জাহাঁর গোড়াপত্তন করা হয় ১৯৬৬ সালের ৬ই মে।

সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব চৌধুরী স্যার যাফরুল্লাহ খান সাহেব, চৌধুরী আব্দুল লতীফ সাহেব, মুবাল্লিগ জার্মানী এবং যুক্তরাজ্যের মুবাল্লিগ বশীর আহমদ রফীক সাহেবের সঙ্গে কাদিয়ানের মসজিদ মোবারকের সেই ইঁট দিয়ে গোড়াপত্তন করেন যা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) পূর্বেই পাঠিয়েছিলেন।

মহিলারা এই মসজিদ নির্মাণে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এই মসজিদ সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের চাঁদাতেই নির্মিত হয়েছে। হযরত উম্মুল মোমেনীন (রা.)-এর নামে মসজিদের নাম রাখা হয় 'নুসরাত জাহাঁ মসজিদ'।

স্থপতি কৌশলের দিক থেকে এই মসজিদের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে আর সমগ্র ডেনমার্কে এই উৎকৃষ্ট মানের নমুনার সুখ্যাতি রয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) তাঁর প্রথম ডেনমার্ক সফরকালে ১৯৬৭ সালের ২১ শে জুলাই জুমার দিন এই মসজিদের উদ্বোধন করেন।

ডেনমার্কের মুবাল্লিগ ইনচার্জ মীর মসউদ আহমদ সাহেব মরহুম অত্যন্ত প্রতিকুল পরিস্থিতি সত্ত্বেও এই মসজিদের জন্য জমি সন্ধান এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। এই মসজিদ নির্মাণে সামগ্রিকভাবে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যায় হয়েছিল। এই গোটা অর্থটিই মহিলারা সদর লাজনা মারকাযিয়া হযরত সৈয়্যদা উম্মে মতীন মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবার তত্ত্বাবধানে একত্রিত করে। অধিকাংশ মহিলা তাদের নিজেদের সম্পূর্ণ গয়না চাঁদা হিসেবে দান করে দিয়েছিলেন। প্রারম্ভে নির্মাণের খরচ ধরা হয়েছিল আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু নির্মাণের সাথে সাথে নির্মাণ খরচ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অবশেষে তা পাঁচ লক্ষে গিয়ে পৌঁছায়। লাজনারা সমস্ত খরচ পূর্ণ করে দেয়। 'মসজিদ নুসরাত জাঁহা' ঐ সমস্ত মসজিদগুলির মধ্যে একটি যেগুলি সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের চাঁদাতেই নির্মিত হয়েছে।

এরপূর্বে 'মসজিদ নুসরাত জাঁহা' একটি ছোট মিশন হাউস হিসেবে ছিল যেখানে একটি কিচেন ও ছোট একটি অফিস ছিল। বেসমেন্টে একটি স্টোর, ৩২ বর্গমিটার আয়তনের একটি হলঘর, দুটি ওয়াশরুম, দুটি ছোট কামরা যার মধ্যে একটি ছিল খুদ্দামুল আহমদীয়ার অফিস এবং অপরটি এম.টি.এর জন্য ব্যবহৃত হত। এইরূপে উপরে এবং নীচে মোট ২০১ বর্গমিটারের একটি বিল্ডিং ছিল।

বর্তমানে আল্লাহ্‌র ফযলে মসজিদ সংলগ্ন এই বিল্ডিংটি ভেঙ্গে একটি বড় অংশে ঘর তৈরী হয়েছে। অনুরূপভাবে মসজিদের সামনের রাস্তার অপর প্রান্তেও একটি সুপ্রস্ত বিল্ডিং নির্মাণ হয়েছে যেখানে দুটি হল, একাধিক অফিস রুম, লাইব্রেরী, মিশন হাউস, মুরুব্বী হাউস, গেস্ট হাউস, স্টোর, এবং একাধিক ওয়াশরুম তৈরী হয়েছে।

৫ই মে, ২০১৬

আজ প্রোগ্রাম অনুযায়ী সাতটার সময় হুযুর আনোয়ার অফিসে আসেন যেখানে মসজিদের এলাকা HVIDOVRE মিউনিসিপালিটির মেয়র ADELBORG WON HELLE নিজের চারজন কাউন্সিলর Annette Sjobeck, Maria Durhuus, Keneth F.Christensen এবং কাশিফ আহমদ সাহেব হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। এদের মধ্যে শেষোক্ত কাশিফ আহমদ সাহেব আহমদী।

মেয়র সাহেব পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি এই মসজিদ অঞ্চলের মেয়র আর তাঁর সঙ্গে অন্য চারজন হলেন এই অঞ্চলের কাউন্সিলর। ডেনমার্কে আজ জাতীয় ছুটি। হুযুর আনোয়ার মেয়রকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আজকে কি উপলক্ষে ছুটি রয়েছে? মেয়র বলেন, আজকে খৃষ্টানদের ছুটি। এই দিনে ঈসা (আ.) নাকি আকাশে গিয়েছিলেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, অন্য কোন দেশে তো এই দিনটিতে ছুটি থাকে না, এমনকি প্রতিবেশী দেশ সুইডেনেও আজ কোন ছুটি নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমানে শরণার্থী সংকটের কারণে বর্ডারে অবাধ যাতায়াত নেই এবং খুব বেশি চেকিং হচ্ছে। মেয়র বলেন: এতবেশি চেকিং হওয়ার কারণে আমরা দুঃখিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ থেকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধান হবে। মেয়র সাহেব বলেন, এখানে আহমদী সম্প্রদায়ের মানুষ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। এরা মানুষকে ভালবাসে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি এই কারণে যে, তারা সেই মসীহ (আ.) কে স্বীকার করেছে যিনি এই যুগে এসেছেন। যিনি ঘোষণা করেছেন যে তিনি ঈসা মসীহ্‌র পদাঙ্ক অনুসরণে এসেছেন। পূর্বের মসীহ যে যে কাজ করেছেন এবং যে শিক্ষা প্রদান করেছেন আমিও অনুরূপ করব আর আমার অনুসারীরাও এই কাজ করবে। অতএব আহমদীরা যেহেতু এই যুগে আগমণকারী মসীহ (আ.) কে গ্রহণ করেছে, এই কারণে তাদের শান্তিপ্রিয় হওয়া, মানুষকে ভালবাসা এবং অপরের প্রতি যত্নবান হওয়া তাদের কর্তব্য।

মেয়র বলেন: হুযুর আনোয়ার কি এই নতুন বিল্ডিংটি দেখেছেন। হুযুর বলেন: আমি কাল এখানে এসেছি। আসার কিছুক্ষণ পরে এখানকার নতুন নির্মাণ হওয়া সব কিছু দেখেছি। অনুমতি দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আজকে আমরা যেখানে বসে আছি সেটিও সদ্য নির্মিত। এই জায়গাটি বেশ বড়, পূর্বে এখানে জায়গার অভাব হত।

মেয়র বলেন: এই মসজিদ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আমার ধারণা এটি, স্ক্যান্ডেনেভিয়ার প্রথম মসজিদ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, নির্মাণ কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি আপনাদের এলাকার সুন্দর বিল্ডিংগুলির মধ্যে অন্যতম আর এটি তালিকভুক্ত হওয়া উচিত। হুযুর বলেন, নীচে আরও একটি বড় হলঘর নির্মিত হয়েছে। আপনারা এখানে নিজেদের অনুষ্ঠানও করতে পারেন।

মেয়র জানতে চান যে, হুযুর কোথায় থাকেন এবং কোন কোন দেশের সফর করেন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমানে আমি লন্ডনে থাকি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানে প্রয়োজন দেখা দেয় আমি সফর করি। সারা পৃথিবীতে আমাদের মিশন রয়েছে। এগুলির মধ্যে কিছু মিশন একেবারেই নতুন এবং কিছু অনেক পুরোনো মিশন রয়েছে। যখন নতুন মসজিদ ও সেন্টার নির্মিত হয় বা কোন বিশেষ অনুষ্ঠান থাকে, তখন আমি সেখানে যাই। গত বছর নভেম্বরে আমি জাপানে গিয়েছিলাম যেখানে আমাদের প্রথম মসজিদের উদ্বোধন হয়েছিল। এই ধরণের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমি সফরে যাই।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে মেয়র বলেন: এই অঞ্চলে ৪১জন কাউন্সিলর রয়েছেন আর এখানকার জনসংখ্যা হল ৫৫ হাজার, যাদের মধ্যে ভোটার সংখ্যা হল ৩৫ হাজার। হুযুর বলেন, এর অর্থ হল আপনাদের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বয়স ১৮ বছরের নীচে। এই হিসেবে আপনাদের যুবকদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। যুবকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। আপনাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের এলাকা খুবই সুন্দর। শুদ্ধ বাতাস এবং মনোরম পরিবেশ রয়েছে।

মারিয়া নামে এক মহিলা কাউন্সিলর প্রশ্ন করেন যে, ইসলামের তবলীগ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আপনি কি কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন? আর আপনারা কি নির্যাতনেরও শিকার? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, ইসলামী দেশসমূহে, বিশেষ করে পাকিস্তানে, আমাদের বিরুদ্ধে সরকারিভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। যথারীতি আইন প্রণীত হয়েছে। আমরা সেখানে নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে পারি না, মুসলমান হিসেবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করতে পারি না, মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করতে পারি না। এই বিষয়ে যথারীতি আইন তৈরী হয়ে রয়েছে।

আফ্রিকান এবং দক্ষিণ আমেরিকান দেশসমূহে আমাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চ্যালেঞ্জ সর্বত্রই রয়েছে আর এটি গেমের অংশ। ফুটবল খেলার সময় সফলতা লাভের জন্য প্রচেষ্টা চলিয়ে যেতে হয় আর অপর দিক থেকে সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছর পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। আর তা সারা পৃথিবী থেকেই হচ্ছে। যারা এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয় তারা সকলেই শান্তিপ্রিয় মানুষ। যদি আপনার বার্তা উন্নত নৈতিক বিষয় সম্বলিত এবং ভালবাসার বাণী হয় তবে তা সর্বজন গৃহীত হয়। আর যদি তা ভাল না হয় তবে প্রত্যাখ্যিত হয়।

যারা উগ্রতাপ্রিয়, তাদের উগ্রতার বাণী সাময়িকভাবে হয়তো মানুষকে কিছুটা আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু দীর্ঘকাল তার সেই আকর্ষণ বজায় থাকতে পারে না। এখন যে সমস্ত যুবকরা ইউরোপ থেকে বেরিয়ে এই সমস্ত সংগঠনে যোগ দিয়েছে এবং যখন কিছু সময় পর তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে, তখন তারা সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের ফিরে আসা কঠিন মনে হচ্ছে। এই চেষ্টাতেই হয় তো মারা যায় কিম্বা এই সমস্ত জিহাদী সংগঠনের অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদের বাণীর প্রভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আরব দেশসমূহে সরকারি ভাবেও এবং সেখানকার উলেমাদের পক্ষ থেকেও বিরোধীতা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরব দেশসমূহে মানুষ আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

একজন কাউন্সিলর বলেন: কোন না কোন বিপদ তো আপনাদের অবশ্যই রয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি পাকিস্তানে নিজেও বন্দিদশা কাটিয়েছি। আমার উপর এই অভিযোগ আরোপিত হয়েছিল যে, আমি বাসস্টান্ডের কাছে একটি বোর্ডে লিখিত কুরআন করীমের আয়াত মুছে ফেলার চেষ্টা করেছি। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল। এইভাবে বিরোধীরা কোন প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ আরোপ করে আর তার শাস্তিও হয়।

কাউন্সিলর বলেন, ইউরোপে বাস করে এমন শাস্তি ও নির্যাতন সম্পর্কে কল্পনা করাও আমার জন্য কঠিন। এখানে আমরা স্বাধীন। ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। বাক-স্বাধীনতা এবং প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে। যেভাবে খুশি কথা বলতে পারেন এবং নিজের কাজ ব্যক্ত করতে পারেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার বলেন: যদিও এখানে বাক-স্বাধীনতা রয়েছে; কিন্তু আপনি এখানে Anti-Semitic গতিবিধি প্রকাশ করতে পারেন না। ইহুদীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন না। জার্মানীতে এই আইন রয়েছে যে, আপনি দেশের নেতৃত্বকে নিয়ে উপহাস করতে পারেন না।

সম্প্রতি তুর্কির রাষ্ট্রপতির ব্যঙ্গচিত্র তৈরী করা হয়েছিল যার প্রতিক্রিয়ায় জার্মানীর চ্যান্সেলার বলেন, এটি আইন বিরুদ্ধ। এই কারণে যে এই কাজ করেছিল তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: একথা ঠিক যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে, অভিব্যক্তি এবং প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে; কিন্তু এই স্বাধীনতা যদি অপরের ভাবাবেগকে আহত করে তবে সেক্ষেত্রে একটি সীমারেখা টেনে দিতে হবে। কোন উপায় বের করতে হবে। একমাত্র তবেই শান্তি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অভিব্যক্তির স্বাধীনতা প্রসঙ্গে যে কথাটি আমি বলেছি সে বিষয়ে প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ আমার সঙ্গে ঐক্যমত হবে। ক্যাথলিক পোপ বলেছিলেন, যদি কেউ আমার প্রিয় বন্ধুর মাকে গালি দেয়, তবে সে যেন আমার কিল-ঘুষি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। খৃষ্টানদের উচিত পোপের কথা মেনে চলা। পোপ মানুষের ভাবাবেগকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। আমি মনে করি, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি খৃষ্টধর্মের শিক্ষা মেনে চলছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পশ্চিমা দেশসমূহে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা এমন চরমে পৌঁছেছে যে, মানুষ একে অপরকে নিয়ে উপহাস করে। ব্যঙ্গচিত্র তৈরী করে উপহাস করে আর অপরদিকে মুসলিম বিশ্বে এমন 'স্বাধীনতা' রয়েছে যে, আমরা নিজেকে মুসলমান বলেও পরিচয় দিতে পারি না। ধর্মের নামে হত্যা ও তান্ডব চলছে। শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের কাছে এটিই সময়।

ইসলামের শিক্ষা হল ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই। ধর্মের সম্পর্ক খোদার হাতে। ধর্মের বিষয়ে তিনিই সিদ্ধান্ত নিবেন। মানুষের উচিত পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মানবীয় মূল্যবোধ, এর বিষয়ে যত্নবান থাকুন। ধর্মের বিষয়টি খোদার উপর ছেড়ে দিন। ধার্মিকরা যদি একে অপরকে হত্যা করে, তবে কে কোন ধর্মের উপর চলবে? তবে ধর্মের লাভ কি? একে অপরকে হত্যা করতে করতে সকলেই মারা যাবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা যদি এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি যে, আমরা সকলে মানুষ এবং মানবীয় মূল্যবোধ বজায় রাখতে হবে এবং পরস্পরকে সম্মান করতে হবে, তবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

হুযুর কবে থেকে খলীফা হয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন বিগত পনোরো বছর যাবত এই সম্মান লাভ করছি।

একটি প্রশ্নের উত্তর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি ২০০৫ সালে এখানে এসেছিলাম। সেই সময় এই বিল্ডিংটি ছিল না। এখন নতুন বিল্ডিং হয়েছে। এখানে আমাদের স্থানীয় কমিউনিটি রয়েছে। অনেক পরিবার এবং আরও অন্য সদস্যরা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করব। যেভাবে মানুষ তাদের নিকটাত্মীয় এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সাক্ষাত করে আনন্দিত হয়, তেমনি আমাদেরও সাক্ষাত হবে।

মেয়র এবং কাউন্সিলরের সঙ্গে এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান সাতটা ২৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়। সাক্ষাত শেষে সকলে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ছবি তোলেন।

৬ই মে, ২০১৬ (শুক্রবার)

আজকে জুমার দিন ছিল। ডেনমার্কের মাটিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর এটি দ্বিতীয় খুতবা জুমা ছিল যা এম.টি.এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছিল। এগারো বছর পূর্বে ২০০৫ সালের ৯ ডিসেম্বর হুযুর আনোয়ার (আই.) কোপেনহেগনের নুসরাত জাহাঁ মসজিদে জুমার খুতবা প্রদান করেছিলেন যা এম.টি.এ-তে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল।

হুযুরের পিছনে জুমার নামায পড়ার জন্য ডেনমার্ক জামাত ছাড়াও নরওয়ে, বাংলাদেশ, সুইডেন, স্পেন, জার্মানী, কানাডা, ব্রিটেন এবং বেলজিয়াম থেকে জামাতের বিপুল সংখ্যক সদস্য ডেনমার্কে এসেছিলেন।

মসজিদ ছাড়াও দুটি বড় হলঘর এবং মার্কি নামাযীতে পরিপূর্ণ ছিল। এবং সর্বমোট প্রায় ছয় হাজারেরও বেশি সংখ্যক আহমদী সেখানে পৌঁছেছিল। বেলা দুটোর সময় হুযুর আনোয়ার নুসরাত জাহাঁ মসজিদে এসে খুতবা প্রদান করেন।

এই খুতবা ডেনিশ ভাষায় এখানে স্থানীয়ভাবে সরাসরি অনুদিত হয়। খুতবা তিনটে পাঁচ মিনিটে সমাপ্ত হয়। হুযুর আনোয়ার জুমার সঙ্গে আসরের নামাযও পড়ান। নামাযের পর হুযুর নিজের বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে এ বিষয়ে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতেও সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। ডেনমার্কের ন্যাশনাল টিভি চ্যানেল ডি.আর ৬ই মে সন্ধ্যা নটার সংবাদে জামাত প্রসঙ্গে সংবাদ প্রচার করেছে। সংবাদে বলা হয়েছে যে, আজ থেকে ঠিক ৫০ বছর পূর্বে ১৯৬৬ সালের ৬ই মে ডেনমার্কের প্রথম মসজিদের গোড়াপত্তন করা হয়। এর সঙ্গে তৎকালীন যুগের ভিডিও দৃশ্য দেখানো হয় যেখানে সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব মরহুমকে গোড়াপত্তন করতে দেখা যাচ্ছে।

সংবাদে বলা হয় যে, আজকে মসজিদ নুসরাত জাহাঁয় এই দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। এর মধ্যে হুযুর আনোয়ারকে খুতবা প্রদান করতে দেখানো হয়েছে। এই টিভি চ্যানেলটি সারা দেশে দেখা হয় এবং এর দর্শক সংখ্যা সাড়ে ৪ লক্ষ।

ডেনমার্কের টিভি-২ চ্যানেলে মসজিদে নুসরাত জাহাঁ থেকে সরাসরি দুই মিনিটের সম্প্রচার করা হয়। এতে মসজিদের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে যার উত্তরে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, এই মসজিদ পঞ্চাশ বছর থেকে এখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং সমাজে শান্তি প্রসারে ভূমিকা পালন করছে। প্রতিবেশী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সব সময় সকলের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে আর সহিষ্ণুতার সঙ্গে এতগুলি বছর অতিবাহিত হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, আজ এই প্রসঙ্গেই জামাতের খলীফা এখানে খুতবা প্রদান করেছেন। খুতবায় তিনি আমাদেরকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, সমস্ত আহমদী যেন অপরের জন্য নমুনা হয়ে দেখায় এবং অপরের অধিকার প্রদান করে। সবশেষে সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি মনে করেন যে, এই মসজিদ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরও প্রতিষ্ঠিত থাকবে? এর উত্তরে সাক্ষাতকারদানকারী যুবক বলেন, ইনশাআল্লাহ্ । এখানে একশ বছর পরও মসজিদ বিদ্যমান থাকবে।

এই টিভির দর্শক সংখ্যা কুড়ি লক্ষ। মসজিদ এলাকার স্থানীয় সংবাদ পত্রিকা Hvidorvr Avis -এর প্রতিনিধি জুমার সময় মসজিদে আসেন। তিনি খুতবা শুনে নোটস লেখেন। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটি পঞ্চাশ হাজার সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরের সপ্তাহের সংখ্যায় ইনশাআল্লাহ্ জামাতের বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হবে।

৭ই মে, ২০১৬

আজ সাড়ে ছয়টায় হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ডেনমার্কের লাজনাদের ন্যাশনাল আমেলার মিটিং হয়। মিটিং-এ এসে হুযুর আনোয়ার দোয়া করান এবং এরপর সদর লাজনা সাহেবা আমেলা সদস্যদের পরিচয়

দেন। হুযুর আনোয়ার মজলিস এবং তাজনীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে জেনারেল সেক্রেটারী বলেন, আমাদের জামাতের সংখ্যা হল ছয়টি যাদের মধ্যে পাঁচটি থেকে নিয়মিত রিপোর্ট আসে। ডেনমার্কে লাজনাদের তাজনীদ হল ১৮০ এবং নাসেরাতের তাজনীদ হল ৩৫ এছাড়াও আরও ২৪জন বালিকা রয়েছে যারা অনুর্ধ ৭।

এরপরর হুযুর আনোয়ার তরবীয়ত সেক্রেটারীর কাছে তাদের বিভাগের কর্মসূচির বিষয়ে জানতে চান। হুযুর তাঁকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলেন, লাজানদেরকে সর্ব প্রথম নামায এবং কুরআন করীমের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। আপনি মায়েদেরকে বলে দিন, তারা বাড়িতে যেন নামায পড়ে এবং কুরআন তিলাওয়াত করে। নামায এবং কুরআন তিলাওয়াত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয়। তাদেরকে এও বলে দিন তারা যেন বাড়িতে এম.টি.এ শোনে এবং বাচ্চাদেরকে এম.টি.এর অনুষ্ঠানাদি দেখায় এবং তাদেরকে এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তোলে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি জুমার খুতবাতেও বলেছিলাম যে, এম.টি.এর মাধ্যমে আমার খুতবা প্রত্যেকটি বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে। আমি বলেছিলাম, যে শুনতে চায় সে শুনতে পারে। এর অর্থ এই ছিল যে, নিদেনপক্ষে খুতবা অবশ্যই শুনুন। আর এটুকু যদি সম্ভব না হয় তবে খুতবার সারাংশ বার করে ডেনিশ ভাষায় অনুবাদ করে সদস্যাদেরকে পৌঁছে দিন। হুযুর বলেন: ডেনিশ ভাষায় যদি খুতবার অনুবাদ না হয় তবে আপনাদের মুরুব্বীর কাছ তা সংগ্রহ করে লাজনা সদস্যাদেরকে পৌঁছে দিন।

হুযুর বলেন: তরবীয়ত বিভাগ যদি এম.টি.এ সেক্রেটারী এবং ইশায়াত সেক্রেটারীর সঙ্গে মিলে প্রোগ্রাম তৈরী করে এবং জরীপ করে দেখে যে, এই সপ্তাহে বা এই মাসে এম.টি.এ-তে কোন কোন অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে এবং সেগুলির মধ্যে কোনগুলি তাদের জন্য উপযোগী হতে পারে, তবে সেই প্রোগ্রাম লাজনাদের সামনে রাখুন। যারা উর্দু বোঝে না, তাদেরকে ইংরেজিতে শুনিয়ে দিন। এখানকার ভাষাভাষির লাজনাদেরকে নিজেদের দলের অন্তর্ভুক্ত করুন। এই কাজের জন্য দল গঠন করুন যাতে আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ধ্বংস না হয়।

যুবক যুবতীদেরকে মহিলারাই নিয়ন্ত্রণ করবে, পুরুষরা করবে না। এই কারণে আঁ হযরত (সা.) তরবীয়তের দায়িত্ব টি মহিলাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন মায়েদের পায়ের নীচে জান্নাত রয়েছে, একথা তিনি তরবীয়তের কারণেই বলেছেন। মায়েদের পায়ের নীচে যে জান্নাত রয়েছে তা সন্তানের তরবীয়তের কারণেই। আর তা শুধু মেয়েদের তরবীয়তের কারণে নয়, ছেলেদের তরবীয়তের কারণেও।

হুযুর বলেন: সদর লাজনা এবং সেক্রেটারী তরবীয়তের কাজ হল, একসঙ্গে বসে দেখা যে, সমস্যা কি রয়েছে এবং তার সমাধান কি উপায়ে হবে। আপনারা যদি নিজেদের বাড়িতে ছেলেমেয়ে এবং পুরুষদেরকে এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেন, তবে তরবীয়তের একটি বড় অংশের সমাধান নিজেদের ঘরে বসেই করতে পারেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) নাসেরাত সেক্রেটারীকে নাসেরাতদের সংখ্যা জানতে চান। সেক্রেটারী সাহেবা উত্তর দেন যে, মোট নাসেরাতের সংখ্যা হল ৩৪ জন। হুযুর দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলেন, এদের জন্য ওয়াকফে নও-এর পাঠক্রমই যথেষ্ট। এখন ২১ বছর পর্যন্ত বয়সের জন্য পাঠক্রম তৈরী হয়েছে। সেই সব কিছু যদি লাজনাদেরকে পড়ানো হয় তবে সকলের জন্য যথেষ্ট।

হুযুর বলেন: বাচ্চাদের আগ্রহের বিষয় তৈরী করুন। প্রতিবেশী দেশগুলির দুষ্টান্ত দেখুন। সেখান থেকে লাজনা এবং নাসেরাতদের দল আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে লন্ডনে যায়। আপনারাও লন্ডন যাওয়ার প্রোগ্রাম তৈরী করুন। লাজনা এবং নাসেরাতদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসুন। এর জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখুন এবং মায়েদের সঙ্গে মিটিং করুন।

হুযুর বলেন: কথা বলার সময় সব সময় নম্রতা বজায় রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, নম্রতার সঙ্গে কথা বল।

এরপর খিদমতে খালকের সেক্রেটারীকে হুযুর আনোয়ার বলেন: বয়স্ক মহিলাদেরকে ভাষা শেখান এবং তাদেরকে বৃদ্ধা মহিলাদের কাছে নিয়ে যান। তাদের খোঁজ খবর নিন। এইভাবে তাদের কথা বার্তা শুনেও ভাষা শিখতে পারবে। হুযুর বলেন: আমি আপনাদেরকে যে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দিচ্ছি এতে যেন শিথিলতা না হয়। শিক্ষিত যুবতীদেরকে নিজেদের দলের অন্তর্ভুক্ত করুন। এবং এখানকার স্থানীয় ভাষায় দক্ষ সদস্যাদেরকে এই কাজে নিয়োজিত করুন।

সেক্রেটারী ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য বিভাগকে হুযুর আনোয়ার বলেন: লাজনাদেরকে জাগিয়ে তুলুন। খেলাধুলার জন্য একটি জায়গা নিন, লাজনাদের হলঘর থাকলে সেখানে তাদের জন্য টেবিল টেনিস খেলার ব্যবস্থা করুন। প্রত্যেক সেক্রেটারীর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, তাদের কিছু কর্তব্য রয়েছে। তাদের একটি যথারীতি কর্মসূচি থাকা দরকার। এরপর হুযুর যিয়াফত সেক্রেটারীকে উক্ত বিভাগের কাজকর্ম প্রসঙ্গে জানতে চান।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে ডেনমার্কের সেক্রেটারী তাজনীদ বলেন, ডেনমার্কের লাজনা এবং নাসেরাতের মোট সংখ্যা হল ২৩৯ জন। অনুরূপভাবে ইশায়াত সেক্রেটারী বলেন, ডেনমার্কে ইশায়াত বা প্রকাশনার বিশেষ কোন কাজ নেই। কোন পুস্তকের প্রয়োজন পড়লে তা অন্য দেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

সেক্রেটারী মাল তাদের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, আমাদের বাৎসরিক বাজেট ৫৬ হাজার ক্রোনার আর বাৎসরিক ইজতেমার বাজেট ৯ হাজার ক্রোনার। এরপর সেক্রেটারী তবলীগকে হুযুর আনোয়ার বলেন, এখানে আরব, সিরিয়ান, অস্ট্রিয়ান এবং ইউরোপিয়ান বংশোদ্ভুত মানুষও রয়েছে আর স্থানীয় ডেনিশরাও রয়েছে। এদের সকলকে কিভাবে তবলীগ করবেন, কিভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করবেন সে বিষয়ে পরিকল্পনা করুন।

হুযুর আনোয়ার ছাত্র সংগঠনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন এবং দিক-নির্দেশনা দেন যে, শিক্ষিতা মহিলাদের একত্রিত করুন এবং কাজের জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করুন। বিভিন্ন উপায় খুঁজে বের করে সেগুলিকে জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করুন।

সেক্রেটারী তবলীগ লাজনাদের অধীনে ওপেন হাউস-এর বিষয়ে উল্লেখ করেন। হুযুর বলেন, আপনাদের গাইড লাইনের জন্য জিহাদ বিষয়ক আমার একাধিক প্রবন্ধ পেয়ে যাবেন। সম্প্রতি আমি যুক্তরাজ্যের শান্তি সম্মেলনে যে ভাষণ দিয়েছিলাম, তাতে আপনি সাম্প্রতিকতম ঘটনাবলীর উল্লেখ পেয়ে যাবেন। আমি বেশ কয়েকজন প্রফেসর ও লেখকদের উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম।

সেক্রেটারী তালীমের কাছে হুযুর জানতে চান যে, পাঠক্রমের উপর আমল করানোর জন্য কি কাজ হয়েছে? ২৩৯ লাজনাদের মধ্যে যদি ১১৬ বা ১১৭ জনকে পাঠক্রম পৌঁছে দিয়ে থাকেন তবে সেটি বিরাট সফলতা। সেক্রেটারী তালীম বলেন, তিনি সমস্ত লাজনাকে ইমেলের মাধ্যমে পাঠক্রম পাঠিয়ে থাকেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, তারা সেটি পড়ল কি পড়ল না তার প্রতিক্রিয়া আসা উচিত। আপনাকে প্রত্যেকের কাছে রিপোর্ট নিতে হবে। কেবল পাঠিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত লাজনার প্রত্যেক সদস্যার ব্যক্তিগতভাবে আপনার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে না উঠবে, তারা জানতে পারবে না যে আপনি তাদের পদাধিকারী এবং প্রতিনিধি। যদি তাদের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, আপনি তাদের প্রতি সহানুভুতিশীল তবে সম্পর্ক স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গড়েই উঠবে।

হুযুর আনোয়ার দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন: মৌলিক বিষয় হল প্রত্যেককে 'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তকটি পাঠ করা উচিত। এর ডেনিশ অনুবাদ সকলকে দিন।

হুযুর বলেন, তালিম ও তরবীয়ত বিভাগের কাজ হল মেয়েদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবি সম্পর্কে অবগত করা। তাদেরকে বলুন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নবুয়তের দাবীও করেছেন। তবলীগাধীন মেয়েদেরকে বলুন যে, এই নবুয়ত কোন প্রকারের।

হুযুর বলেন, আপনারা দেশের প্রয়োজন অনুসারে নিজেদের সিলেবাস তৈরী করুন এবং কি কি বিষয়ের প্রয়োজন রয়েছে তা দেখুন। ইসলাম ও আহমদীয়াতের ইতিহাসের প্রাথমিক পাঠ দিন। এছাড়াও হযরত আম্মাজান (রা.)-এর পুস্তকের ডেনিশ অনুবাদ করানোর ব্যবস্থা করুন। এই পুস্তকটি অধ্যয়নের ফলে মেয়েরা জানতে পারবে যে, বাড়িতে কিভাবে থাকতে হয়, কিভাবে বিবাহ-সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হয়। কিভাবে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা দিতে হয় এবং কি পরিমাণ সহনশীলতা এবং ধৈর্যশীলতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

ওয়াকফে নও বিভাগ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন, ওয়াকফে নওদের সিলেবাস জামাতীয় ভাবে তৈরী হবে।

****

জামেয়াতে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া কাম্য

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্ত্তি হওয়া ছাত্রদের মধ্যে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ..... আমাদের সামনে সমগ্র বিশ্বের ময়দান রয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দ্বীপপুঞ্জ-মোটকথা সর্বত্র আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে। প্রতিটি স্থান, প্রতিটি মহাদেশ, দেশ আর শহরে নয়, আমাদেরকে প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর বাণী পৌঁছে দিতে হবে। কয়েকজন মুবাল্লিগ এই কাজ সমাধা করতে পারে না।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৮)

(ইনচার্জ, ওয়াকফে নও বিভাগ, ভারত)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 5-12 April, 2018 Issue No.14-15

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ঘানায় এম.টি.এ আফ্রিকার জন্য ওয়াহাব আদম স্টুডিও নির্মিত হয়েছে আর এখানে যথারীতি কর্মীদল নিযুক্ত রয়েছে। আমীর সাহেব তাদের থাকার ব্যবস্থার জন্য হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে দিক-নির্দেশনা চান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামাতের কাছে জায়গা রয়েছে। সেই জায়গায় ফ্ল্যাট নির্মিত হোক। প্রথমে জায়গাটি নিরীক্ষণ করুন এবং সেই অনুসারে নকশা তৈরী করে আমাকে জানান। ফ্ল্যাটস তৈরীর পরিকল্পনা এরকম হওয়া উচিত যে, প্রথমে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাটস তৈরী করুন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় তলে ফ্ল্যাটস তৈরী করুন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যে সমস্ত কর্মীরা অবিবাহিত তাদের জন্য তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটি হোস্টেল তৈরী করুন।

মসজিদ নির্মাণের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পঞ্চাশটি মসজিদ নির্মাণের প্রকল্প তৈরী করুন। প্রথম পর্যায়ে ২০ টি মসজিদ তৈরী করুন। এগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর অবশিষ্ট মসজিদ তৈরী করুন।

প্রাথমিক স্কুল স্থাপন প্রকল্প প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথমে পাঁচটি স্কুল নির্মিত হোক। দুটি করে কক্ষ বানানো হোক। পরে প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো যাবে। যে সমস্ত জামাত এবং অঞ্চলে স্কুল তৈরী হবে সেই সব জামাত এবং এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করুন। উক্ত অঞ্চলের জনসংখ্যা কত, কতজন শিশু রয়েছে, নিকটস্থ শহর কোনটি, এলাকায় রাস্তাঘাটের অবস্থা কেমন এবং কতজন শিশু স্কুলে ভর্তি হবে ইত্যাদি বিষয় জরিপ করে দেখুন। এই সমস্ত তথ্য উক্ত এলাকায় কর্তব্যরত মুয়াল্লিমদের কাছ থেকে সংগ্রহ করুন। প্রথমে যথারীতি জরিপ করুন এবং এর মাধ্যমে এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের বিষয়টিও দৃষ্টিতে রাখুন।

আমীর সাহেব কো-অপারেটিভ ফার্মিং-এর বিষয়ে দিক-নির্দেশনা চান। হুযুর আনোয়ার বলেন: আপাতত স্কুলের কাজ আরম্ভ করুন। ফার্মিং-এর কাজ পরে দেখা যাবে।

তবলীগের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যে সমস্ত এলাকায় আপনি তবলীগের প্রোগ্রাম তৈরী করছেন সেখানে নিজেদের মুবাল্লিগদের প্রেরণ করুন। সেখানে কতগুলি গ্রাম রয়েছে এবং সেগুলির জনসংখ্যা কত, তাদের ধর্মীয় গতিবিধি কিরূপ এবং এখন পর্যন্ত সেই এলাকায় কিরূপ সফলতা অর্জিত হয়েছে। সেই সমস্ত অঞ্চল থেকে যারা আহমদী হয়েছে তারা ঈমানের দিক থেকে কতটা মজবুত এই সব কিছু জরিপ করে রিপোর্ট প্রেরণ করুন। তারপর আমি আরও কিছু দিক-নির্দেশনা দিব।

বাগে আহমদ (জলসা গাহ)-এর জমি সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখানে ম্যানেজমেন্টের জন্য একজন দরকার যে এখানে বসে ডিউটি দিবে। এখানে যা কিছু পরিকল্পনা করুন বা ফার্মিং কিম্বা বাগান তৈরীর পরিকল্পনা করুন বা অন্য কোন কাজের পরিকল্পনা- কোন একজন না বসিয়ে রাখলে হওয়া সম্ভব নয়। হুযুর আনোয়ার বলেন: সেখানে কোন যুবককে ডিউটিতে রাখুন। এর জন্য যথারীতি কোন পরিকল্পনা তৈরী করুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এই জায়গাটিতে পানি সরবরাহের বিষয়ে বলেন: বুর্কিনাফাসোর সরকার একটি নির্দিষ্ট ব্যবধানে ড্যাম বা বাঁধ তৈরী করেছে যেখানে পানি ধরে রেখে ফসলে সেচের জন্য সরবরাহ করা হয়। ঘানাতে ড্যাম তৈরী হতে পারে।

এই সাক্ষাত অনুষ্ঠানটি বেলা পৌনে বারোটার সময় সমাপ্ত হয়।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সাক্ষাত

প্রোগ্রাম অনুযায়ী আসরের নামাযের পর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত জামাতের সদস্যবর্গ এবং পরিবার হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। আজ ১৮টি পরিবারের মোট ৯০ জন সদস্য ছাড়াও আরও ১৮জন সদস্য ব্যক্তিগত ভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

অতিথিরা ১১টি বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিলেন। দেশগুলি হল- পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকা, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, দুবাই, ভারত, ডেনমার্ক এবং যুক্তরাজ্য। এদের মধ্যে প্রত্যেকে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে চিত্র গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। হুযুর আনোয়ার স্কুল পড়ুয়াদেরকে কলম উপহার দেন এবং ছোট বাচ্চাদেরকে চকলেট উপহার দেন। এই সাক্ষাত অনুষ্ঠানটি পৌনে নটায় সমাপ্ত হয়।

*একের পাতার পর.....

এবং তাহারা চাকুরী সম্পর্কে কথাবার্তা বলিতেছিল। আমি বলিলাম, যদি পণ্ডিত সহজরাম মারা যায় তবে ঐ পদও উত্তম। আমার কথা শুনিয়া তাহারা সকলে অট্টহাসিতে ফাটিয়া পড়িল এবং বলিল, কেন সুস্থ সবল মানুষকে মারিয়া ফেলিতেছ? দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন সংবাদ আসিয়া পড়িল যে, ঐ মুহূর্তেই সহজরাম অকস্মাৎ মৃত্যুতে এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছে।

---

*টীকা: এই জন্যই সর্বদা নামাযে খোদা তা'লা এই দোয়া শিখাইয়াছেন (এবং ফরয করিয়া দিয়াছেন যে, ইহা ছাড়া নামায হইতে পারে না) যে, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, আমরা مُنْعَمْ عَلَيْهِ (পুরস্কার প্রাপ্ত) হওয়ার পর الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ (গযব প্রাপ্ত) হইয়া যাই। অতএব সর্বদা খোদা তা'লার উপর নির্ভরশীলহীনতাকে ভয় করিতে থাকা উচিত।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ২৭৫)

রিপোর্ট: মসীহ মওউদ দিবস

ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ

আলহামদোলিল্লাহ্ ! জামাত আহমদীয়া ভরতপুরে গত ২৩ শে মার্চ পূর্ণ মর্যাদার সহিত মসীহ মওউদ দিবস উদযাপিত হল। উক্ত দিবসে মগরিব ও ইশার নামাযের পর বায়তুল আওয়াল মসজিদে ভরতপুর জামাতের নায়েব সদর ও ইসলাহ-ও- ইরশাদ সেক্রেটারী শ্রদ্ধেয় নেক বক্স শেখ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুবাল্লিগ ইনচার্য মাননীয় জাহিরুল হাসান সাহেব। তিলাওয়াত করেন স্নেহাশিস জাহিরুল শেখ (নাযিম আতফাল, মুর্শিদাবাদ জেলা) এবং এরপর মাননীয় কবিরুল ইসলাম সাহেব একটি নযম পরিবেশন করেন। এরপর খাকসার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনির উপর একটি বক্তব্য রাখে। দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মৌলানা যিয়াউল হক সাহেব (মুবাল্লিগ সিলসিলা)। এরপর মাননীয় জাহিরুল হাসান সাহেব মসীহ মওউদ দিবসের ঐতিহাসিক পটভূমির উপর আলোকপাত করেন। সবশেষে সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জলসা উপলক্ষ্যে বা-জামাত তাহাজ্জুদের নামায এবং সাফাই অভিযানের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল, যাতে ষাটজন সদস্য ছাড়াও কয়েকজন অ-আহমদী বন্ধুরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জলসার শেষে সকলের জন্য রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা এই জলসার উত্তম পরিণাম প্রকাশ করুন। আমীন।

সংবাদদাতা: মুশাররফ হোসেন, মুয়াল্লিম সিলসিলা, ভরতপুর।

বদর পত্রিকার পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে জরুরী ঘোষণা

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) -এর মঞ্জুরীক্রমে বদর পত্রিকার বাৎসারিক চাঁদার হার বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন হার অনুসারে বাৎসরিক ৫০০ টাকা চাঁদা নির্ধারিত হয়েছে যা ২০১৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে কার্যকরী হবে। কাগজ, প্রিন্টিং, পোস্টিং এবং আরও অন্যান্য খরচ বৃদ্ধির কারণে বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি করা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। বদর পাঠকবর্গকে আগামীতে নতুন হারে চাঁদা দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে বদরের প্রতিনিধিবর্গকেও অবহিত করা হচ্ছে যে, তারা যেন আগামীতে নতুন হারে অর্থাৎ বাৎসরিক ৫০০ টাকা হারে চাঁদা আদায় করেন।

(ম্যানেজার সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান)

ইমামের বাণী

দুনিয়ার ভোগবিলাসে মুগ্ধ হয়ো না কারণ, তা খোদা থেকে দূরে নিক্ষেপ করে। খোদার জন্য কঠোর জীবন অবলম্বন করো।

(আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.